www.BANGLAKITAB.com

পিছু ছাড়িয়া দিতেন, তবে আমাকে দ্বিতীয়বার এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই বলিতে হইত না।

এপর্যন্ত ভূমিকা বর্ণিত হইল। এখন আমি আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতেছি। যে আয়াতখানি আমি তেলাওয়াৎ করিয়াছি, ঘটনাক্রমে সভায় আমার আগমনের পর কারী ছাহেব ইহাই পাঠ করিতেছিলেন। তখনই আমার ইচ্ছা হয় যে, আজ এই আয়াত সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। হক তা'আলা যেন কার্যতঃ এই আয়াতের বর্ণনাকেই অগ্রাধিকার দান করিলেন। এই আয়াতে হক তা'আলা নিন্দনীয় দুনিয়ার পিছনে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন এবং আখেরাতের প্রতি উৎসাহ দান করিয়াছেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শব্দ যোজনা এমন চমৎকার হইয়াছে যে, অল্প কয়েকটি শব্দের মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকই খোদাতা'আলা ব্যতীত অন্য কেহ এমনটি করিতে পারিবে না। এই আয়াতের পূর্বে দুনিয়ার অসারতা একটি উদাহরণ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ
نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○

'আপনি তাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন। উহার দ্বারা দৃষ্টান্ত যেমন পানি, আমি আকাশ হইতে বর্ষণ করি। অতঃপর উহার দ্বারা পৃথিবীর লতাপাতা ঘন সবুজ হয়। অনন্তর উহা আবার খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায় বাতাসে উড়িতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।' এর পর اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا আয়াতখানি উল্লেখিত হইয়াছে। অর্থাৎ, 'মাল ও আওলাদ পার্থিব জীবনের শোভা সাজসজ্জা।' সকলেই জানে যে, প্রত্যেক বস্তুর শোভা উহার আনুষঙ্গিক হইয়া থাকে। সুতরাং উহা যখন আনুষঙ্গিক হইল, তখন উহার মর্তবা আসল বস্তু হইতে কমই হইবে। আসল বস্তু অর্থাৎ দুনিয়া যে অসার, তাহা পূর্বের আয়াতেই বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই উহার আনুষঙ্গিক বিষয় অর্থাৎ, শোভা যে কি পরিমাণ অসার হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। একটিমাত্র 'যীনত' (শোভা) শব্দ দ্বারাই মাল ও আওলাদের গুরুত্বহীনতা এত গভীরভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইহা কোরআনের চমৎকার শব্দালঙ্কার বটে।

এছাড়া আয়াতে আরও একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। তাহা এই যে, অধিকাংশ সাজসজ্জা ও শোভার বস্তু অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। অতএব, হক তা'আলা "যীনত" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাল আওলাদ অসার ও অপ্রয়োজনীয়। একমাত্র শোভা ব্যতীত হইারা আর কিছুই নহে। আয়াতের

www.BANGLAKITAB.com

উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আখেরাত ত্যাগ করিয়া যে মাল ও আওলাদের ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছ এবং উহাকে অভীষ্ট বানাইয়া লইয়াছ, উহা অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বৈ কিছুই নহে। কেননা, মালের উদ্দেশ্য হইল প্রয়োজন মিটানো এবং প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্য হইল আপন অস্তিত্ব রক্ষা করা। অতএব, আসল উদ্দেশ্যের জন্য মাল হইল মাধ্যমের মাধ্যম। এহেন মাধ্যমকে অভীষ্ট বানাইয়া লওয়া এবং দিবারাত্র উহাতেই মগ্ন হইয়া থাকা নির্বুদ্ধিতা নহে তো কি? আপন অস্তিত্ব রক্ষা করা অভীষ্ট ঠিকই; কিন্তু উহাও অসার। কেননা, উহার স্থায়িত্ব স্বল্পকালের জন্য। ইহা ধর্তব্য নহে। মোটকথা, স্বয়ং মাল অভীষ্ট বস্তু হওয়ার যোগ্য নহে। আওলাদ মাল হইতে আরও বেশী অপ্রয়োজনীয়। কেননা, ইহা আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও নহে; বরং জাতির স্থায়িত্বের জন্য অভীষ্ট বস্তু। শুধু আপনার সন্তানাদি দ্বারাই দুনিয়াতে মানবজাতি স্থায়ী হইবে—ইহারই বা কি প্রয়োজন? যদি আমার কোন সন্তান না জন্মে এবং আপনার দুই জন জন্মে, তবে তদ্দ্বারাও মানবজাতি স্থায়ী হইতে পারে। তাছাড়া মানবজাতির স্থায়িত্বের জন্য আপনার চিন্তার কি প্রয়োজন? হক তা'আলা যতদিন মানবজাতি দ্বারা দুনিয়া আবাদ রাখিতে চাহিবেন, ততদিন তিনিই উহার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এ সম্পর্কে আপনি রায় দিবার কে যে, আপনার জাতি স্থায়ী থাকিতেই হইবে এবং আপনার সন্তানাদি দ্বারাই থাকিতে হইবে?

॥ পর্দা ও শিক্ষা ॥

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক করা প্রয়োজন। তাহা এই যে, আয়াতে হক তা'আলা بنون অর্থাৎ, পুত্র-সন্তানদিগকে 'পার্থিব জীবনের শোভা' আখ্যা দিয়াছেন, بنات অর্থাৎ, মেয়ে-সন্তানদিগকে দেন নাই। ইহার এক কারণ এই যে, মেয়েদিগকে তোমরা নিজেরাই অনর্থক মনে করিয়া রাখিয়াছ। পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সকলেই বেশী আনন্দিত হয়। পক্ষান্তরে মেয়ে-সন্তানদিগকে বিপদ স্বরূপ মনে করা হয়। এমতাবস্থায় তোমাদের মতে মেয়েরা কি ছাই দুনিয়ার শোভা হইবে?

মেয়েদের উল্লেখ না করার আরেকটি কারণ এই যে, হক তা'আলা এতদ্বারা বলিয়া দিলেন যে, মেয়েরা দুনিয়ার শোভাও নহে; বরং শুধু ঘরের শোভা। তাহারাও দুনিয়ার শোভা হইলে এ প্রসঙ্গে হক তা'আলা অবশ্যই তাহাদের উল্লেখ করিতেন। অতএব, শুধু ছেলেদিগকে দুনিয়ার শোভা বলায় এবং মেয়েদের উল্লেখ না করায় বুঝা গেল যে, মেয়েরা দুনিয়ার শোভা নহে। কেননা, সর্বসাধারণের মধ্যে এমন জিনিসকেই দুনিয়ার শোভা বলা হইয়া থাকে যাহা প্রকাশ্য স্থানের শোভা বর্ধন করে। মেয়েরা এমন শোভা নহে যে, তোমরা তাহাদিগকে সঙ্গে

www.BANGLAKITAB.com

লইয়া ঘুরাফিরা করিতে পার এবং সকলেই দেখিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির অতজন মেয়ে, তাহারা এমন এমন বেশভুষায় সজ্জিত ; বরং মেয়েরা শুধু ঘরের শোভা।

এতদ্বারা আয়াতটিতে পর্দা করানোর স্বপক্ষে আভিধানিক সমর্থন পাওয়া যায়। উর্দু ভাষায় মেয়েদিগকে আওরত বলা হয়। অভিধানে ইহার অর্থ গোপন করার বস্তু। অতএব, আওরতকে পর্দা করাইও না বলা, খাওয়ার বস্তু খাইও না এবং পরিধানের বস্তু পরিও না বলার ন্যায় হইবে। এরূপ উক্তি যে নিছক অর্থহীন, তাহা অপ্রকাশ্য নহে। সুতরাং "মেয়েদিগকে পর্দা করাইও না" উক্তিটিও অর্থহীন, না হইয়া পারে না। মেয়েদিগকে আওরত বলাই স্বয়ং দলীল যে, তাহাদিগকে পর্দায় রাখিতে হইবে।

জনৈক প্রগতিশীল ব্যক্তি বলিত যে, পর্দা প্রথার ফলেই মহিলাদের শিক্ষাগত উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। আমি বলিলাম, জী হাঁ, এই কারণেই তো নীচ জাতির মেয়েরা—যাহারা পর্দা করে না—খুব শিক্ষিতা হইয়া উঠিয়াছে। এই উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোক একেবারে চুপ হইয়া গেলেন। আসলে শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা হওয়ার ব্যাপারে পর্দা অথবা বে-পর্দা হওয়ার কোন কার্যকারিতা নাই। এ ব্যাপারে মনোযোগই হইল আসল কার্যকরী। মেয়েদের শিক্ষার প্রতি কোন জাতির মনোযোগ থাকিলে তাহারা বেপর্দা রাখিয়াও মেয়েদিগকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে পারে। মনোযোগ না থাকিলে বেপর্দা রাখিলেও কিছু হইতে পারে না। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে পর্দায় থাকিয়া বেশী শিক্ষা লাভ হইতে পারে। কেননা, শিক্ষার জন্য একাগ্রতার প্রয়োজন। ইহা নির্জন কক্ষেই বেশী লাভ হয়। এই কারণে পুরুষরাও পুস্তক পাঠের জন্য নির্জন কক্ষ অনুসন্ধান করে। ছাত্রগণ ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছে। অতএব, পর্দায় থাকা মহিলাদের শিক্ষার পক্ষে সহায়—প্রতিবন্ধক নহে। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির কি হইল জানি না, তাহারা পর্দাকে শিক্ষার প্রতিবন্ধক মনে করে!

হাঁ, ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষার বেলায় এই কথা খাটে। কেননা, ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য দেশ ভ্রমণ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষা মহিলাদের যোগ্য নহে। কারণ মহিলারা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্না ও অসহিষ্ণু। ফলে দেশ ভ্রমণে তাহাদের অভিজ্ঞতায় সত্যিকার অর্থাৎ চারিত্রিক উন্নতি হইবে না ; বরং অবাধ ঘুরাফিরার অভ্যাস ও অনর্থ বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণেই শরীয়ত মহিলাদের হাতে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করে নাই। কেননা, তাহারা এত অসহিষ্ণু যে সামান্য কারণেই কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। পুরুষরা বহু বছর পর হয়তো এক বার খুব গুরুতর কারণে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করে। তাহাও বেশী সংখ্যক পুরুষ নহে ; বরং হাজারে একজন। অধিকাংশ পুরুষ মহিলাদের অসংযত ব্যবহার নীরবে সহ্য করিয়া যায়। মহিলাদের হাতে তালাকের ক্ষমতা থাকিলে তাহারা প্রতি মাসে

www.BANGLAKITAB.com

স্বামীকে তালাক দিয়া নূতন বিবাহ করিত। অতএব, স্বীয় বাসস্থানে ঘুরাফিরা করাই মহিলাদের ভ্রমণের পক্ষে যথেষ্ট। যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করা তাহাদের জন্য জরূরী, তাহা ঘরে বসিয়াই তাহারা অর্জন করিতে পারে।

॥ আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক রাখার প্রতিক্রিয়া ॥

বরং আমি বলি, হাকীকতের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলে পুরুষদের পক্ষেও দেশ ভ্রমণের প্রয়োজন নাই। পর্যটন ও তামাশা দেখা লক্ষ্য হইলে, তাহাও আপনার নিজের মধ্যে বিদ্যমান আছে। অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখিয়া লও, তোমার নিজের মধ্যে এমন তামাশা দৃষ্টিগোচর হইবে যে, জাগতিক পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান দেখার প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে ঃ

ستم ست اگر هوست کشد که بسیر سرو سمن در آ
تو ز غنچه کم ندمیدهٔ در دل کشا بچمن در آ
چوں کوئے دوست هست بصحرا چه حاجت ست
خلوت گزیده را بـه تماشا چه حاجت ست

(সেতাম আস্ত আগর হওস্ত কাশাদ কেহ্ বসায়র সরও সমন দর আ
তু যে গুঞ্চায়ে কম নদমীদায়ে দর দিলকুশা বচমন দর আ
চূঁ কূয়ে দুস্ত হাস্ত বছেহ্‌রা চেহ্ হাজত আস্ত
খেলওয়াত গুযীদারা বতামাশা চেহ্ হাজত আস্ত।)

অর্থাৎ, 'তোমার প্রবৃত্তি যদি তোমাকে বাগ-বাগিচার ভ্রমণে লইয়া যায়, তবে তাহা যুলুম বটে। কেননা তোমার মধ্যে অনেক ফুলের কলি উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি অন্তর খুলিয়া তাহা নিরীক্ষণ কর এবং আপন বাগিচায় প্রবেশ কর। তুমি যখন প্রেমাস্পদের গলিতেই আছ, তখন ময়দানে ভ্রমণ করার তোমার কি প্রয়োজন? নির্জনবাসীর পক্ষে তামাশা দেখার কোন প্রয়োজন আছে কি?'

যে ব্যক্তি দৌলত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার চোখে কোনকিছু দৃষ্টিগোচর হওয়ারও প্রয়োজন নাই। সে অন্ধ অবস্থায়ও প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকিবে। দৃষ্টিমান হইতে অন্ধ হওয়ার পরও নিশ্চিত থাকিতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। তবে হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রহঃ)কে কিছুদিন পূর্বেই সকলে দেখিয়াছে। মাওলানা অন্ধ অবস্থায়ও দৃষ্টিমান অবস্থার ন্যায় নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইহার কারণ কি? তিনি কোন নবী ছিলেন না; বরং একজন উম্মত ছিলেন। তিনি যে দৌলত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আপনিও লাভ করিতে পারেন। উহা হইল আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক। ইহা এমন একটি দৌলত যে, ইহা লাভ হইলে পর্যটন ও তামাশা দেখার প্রয়োজন থাকে না। ইহাতে কেহ এইরূপ মনে করিবেন না যে, আমি মাওলানার

www.BANGLAKITAB.com

কারামত ছিল বলিয়া দাবী করিতেছি। তিনি অন্ধ অবস্থায়ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তির ন্যায় সবকিছুই দেখিতে পাইতেন। ফলে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন—আমি তাঁহার এইরূপ কোন কারামত দাবী করিতেছি না। তাঁহাদের ন্যায় মহাপুরুষদের নিকট কাশ্‌ফ ও কারামতের বিশেষ কোন মূল্য নাই। মাওলানার নিশ্চিন্ত থাকার একমাত্র কারণ ছিল আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক। দুনিয়ার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই ছিল না। এই কারণে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ায় তিনি কোনরূপ চিন্তিত ছিলেন না; বরং ইহাতে যে তিনি আরও আনন্দিত হইয়া থাকিবেন, তাহাও আশ্চর্য নহে। কেননা, পূর্বে খোদা ব্যতীত অন্য বস্তুর উপরও দৃষ্টি পতিত হইত, কিন্তু অন্ধ হওয়ার পর প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর দৃষ্টি পতিত হয় না।

আফ্‌সোস! এমন মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও মূর্খরা সন্দেহ পোষণ করিত যে, তাঁহারা দেশে কোনরূপ গোলযোগের সৃষ্টি করিতে পারেন। তাই তাঁহাদের পিছনে কঠোর প্রহরা মোতায়েন করা উচিত। হায়, দুনিয়ার সহিত যাঁহাদের কোন সম্পর্কই নাই; তাঁহারা গোলযোগ খাড়া করিবেন—এ কেমন ধারণা? দুনিয়া যাহাদের লক্ষ্য, গোলযোগ সৃষ্টি করা তাহাদেরই কাজ। পক্ষান্তরে এইসব মনীষীদের অবস্থা এই যে, কোনরূপ গোলযোগ ব্যতিরেকেই কোন দেশ বা রাজত্ব লাভ হইয়া গেলে, তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতেও অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। এমন ব্যক্তিরা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া দেশ অধিকার করিবেন—উদ্ভট ধারণা বটে!

সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল কাদের (রঃ)-এর নিকট সাঞ্জার দেশের বাদশাহ্‌র একটি পত্র আসিয়াছিল। উহাতে লিখিত ছিল, আমি আপনাকে আস্তানার ব্যয় বহনের জন্য নীমরোজ রাজ্যের কিছু অংশ দান করিতে চাই। তিনি রাজত্বের অভিলাষী হইলে তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি বাদশাহের নামে এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد + در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم

(চুঁচত্‌রে সাঞ্জারী রুখ্‌ বখত্‌মে সিয়াহ্‌ বাদ
দর দিল আগর বুয়াদ হওস মুল্‌কে সাঞ্জারাম)

'অর্থাৎ 'আমার অন্তরে তোমার দেশের প্রতি এতটুকু লোভও থাকিয়া থাকিলে খোদা যেন আমার ভাগ্যকে তোমার পতাকার ন্যায় কাল করিয়া দেন।' তখনকার যুগে সুলতানগণ কাল রঙ্গের পতাকা ব্যবহার করিতেন। এরপর উপরোক্ত উৎসুক্য-হীনতার কারণ বর্ণনা করেন ঃ

ز انکہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب + من ملک نیمروز بیک جو نمی خرم

(যাঁগাহ্‌ কেহ্‌ ইয়াফ্‌তাম খবর আয্‌ মুল্‌কে নীমশব
মান মুল্‌কে নীমরোয বএক জাও নমী খারাম)

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ, 'যেদিন হইতে আমি অর্ধ রাত্রের বাদশাহী লাভ করিয়াছি, তখন হইতে আমি একটি সামান্য যবের পরিবর্তেও নীমরোজ রাজ্য ক্রয় করিতে চাই না। (এই সময় সভার এক পার্শ্ব হইতে আওয়ায আসিল যে, হুযূর, এদিকেও মুখ করুন। এদিকে আওয়ায পৌঁছিতেছে না। তিনি উত্তরে বলিলেন, তবে অন্য একজন বক্তা আনিয়া লও। সে ওদিককার লোকদিগকেও শুনাইতে পারিবে। আমি কাহারও চাকর নই যে, তুমি ঘুরিতে বলিলেই ঘুরিয়া যাইব। যখন মনে চাহিবে, তখন ওদিকেও মুখ করিব। কেহ আওয়ায না পাইলে এবং তজ্জন্য অসহ্য মনে হইলে সে সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউক।) (১)

খোদার কসম, যে ব্যক্তি এই দৌলত প্রাপ্ত হয়, রাজত্বের প্রতি তাহার সামান্যও লোভ থাকিতে পারে না; বরং সে উহার নাম শুনিলেই অস্থিরতা বোধ করে। কেননা, ইহাতে খোদার সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা পয়দা হয়। আজকাল মানুষ ছাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী লইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করে। উদাহরণতঃ কেহ বলে, হযরত আলী (রাঃ)কে প্রথম খলিফা মনোনীত করা উচিত ছিল। আমি কসম করিয়া বলিতেছি—হযরত আলী (রাঃ) আন্তরিক ভাবে শায়খাইন (অর্থাৎ, হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। কেননা, ছাহাবীদের খেলাফত অযোধ্যার বাদশাহ্‌দের বাদশাহীর ন্যায় ছিল না যে, দিবা-রাত্র কেবল আরাম-আয়েশ ও আমোদ-প্রমোদেই ডুবিয়া থাকিবেন।

তাঁহাদের বাদশাহী ছিল এইরূপ: এক দিন দ্বিপ্রহরে ভয়ানক গরম বাতাস বহিতেছিল। তখন খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) জঙ্গলের দিকে গমন করিতেছিলেন। হযরত ওছমান (রাঃ) তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন যে, তিনি আমীরুল মোমিনীন। তাঁহার বাড়ীর নিকটবর্তী হইলে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, আমীরুল মোমিনীন! এত তীব্র উত্তাপ ও গরম বাতাসের মধ্যে কোথায় গমন করিতেছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, বায়তুল মালের একটি উট হারাইয়া গিয়াছে, উহার খোঁজে যাইতেছি। হযরত ওছমান (রাঃ) আরয করিলেন, কোন চাকর পাঠাইয়া দিলেও তো হইত। তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিন আমিই জিজ্ঞাসিত হইব, চাকরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। হযরত ওছমান (রাঃ) আরও বলিলেন, তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যান, ইতিমধ্যে উত্তাপও কমিয়া যাইবে। খলিফা উত্তরে

(১) তখন ছাইয়্যেদুনা আবদুল কাদের (রহঃ)-এর কাহিনীর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অমুখাপেক্ষিতার ভাব প্রবল ছিল। তাছাড়া অনুরোধের স্বরটিও অসমীচীন ছিল। সম্ভবতঃ এই সব কারণেই এবম্বিধ উত্তর দিয়াছেন। নতুবা হযরত অধিকাংশ সময় এই ধরণের অনুরোধের প্রতি মনোযোগ দান করিয়া থাকেন।

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেন : نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا 'জাহান্নামের অগ্নি আরও বেশী উত্তপ্ত হইবে।' এই বলিয়া তিনি প্রখর রৌদ্র ও গরম বাতাসের মধ্যেই দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেলেন। ইহা ছিল তাঁহাদের বাদশাহী।

একদা হযরত ওমর (রাঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন। তিনি খোৎবায় শ্রোতাদিগকে বলিলেন : اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا 'তোমরা আমার কথা শোন ও আনুগত্য কর।' সভাস্থল হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল : لَا نَسْمَعُ وَلَا نُطِيْعُ 'আমরা আপনার কথা শুনিবও না এবং আনুগত্যও করিব না।' তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি বলিল, আপনার পরিধানে দুইটি কাপড় দেখা যাইতেছে। গনীমতের মাল বণ্টন হওয়ায় প্রত্যেকে একটি করিয়া কাপড় পাইয়াছে। আপনি দুইটি কাপড় গ্রহণ করিলেন কিরূপে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ভাই, তুমি সত্যই বলিতেছ, (অতঃপর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,) আবদুল্লাহ্, তুমিই এই প্রশ্নের উত্তর দাও। ইহাতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে-ওমর দাঁড়াইয়া বলিলেন, অন্য পরিয়া নামায পড়াইবার মত কোন কাপড় আমীরুল মুমিনীনের নিকট ছিল না। এই কারণে আমি আমার অংশের কাপড়টি তাঁহাকে ধার দিয়াছি। এইভাবে তাঁহার গায়ে দুইটি কাপড় দেখা যাইতেছে। একটি কাপড়কে লুঙ্গী হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন এবং অপরটিকে চাদর হিসাবে পরিয়াছেন। এই উত্তর শুনিয়া প্রশ্নকারী কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, খোদা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দিন। এখন আপনি খোৎবা পাঠ করুন। আমরা শুনিব ও আনুগত্য করিব।

॥ খেলাফতের স্বরূপ ॥

ইহাই ছিল ছাহাবীদের রাজত্ব। তাঁহাদের প্রত্যেকটি কার্যের সমালোচনা করার জন্য জনগণের প্রতিটি ব্যক্তি উন্মুখ হইয়া থাকিত। এমতাবস্থায় খেলাফত কি কোন আরাম-আয়েশের বিষয় ছিল যে, ছাহাবিগণ উহা কামনা করিবেন, কখনই নহে। খোদার কসম, এরূপ খেলাফতের ন্যায় বিপজ্জনক বিষয় আর কিছুই ছিল না। ইহা না পাওয়ায় হযরত আলী (রাঃ) দুঃখিত হইতে পারিতেন কি? কিছুতেই নহে।

তাছাড়া, খেলাফত আরাম-আয়েশের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সকলের পক্ষেই তাহা কাম্য নহে। যাহাদের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি লোভ ও গুরুত্ব আছে, তাহারাই খেলাফত কামনা করিতে পারে। নাউযুবিল্লাহ্, বিতর্ককারীগণ হযরত আলী (রাঃ)কে দুনিয়াদার এবং দুনিয়া অন্বেষণকারী মনে করিয়া লইয়াছে। যেন তিনি উহা না পাওয়ায় দুঃখিত হইয়াছেন। তাহাদের এরূপ ধারণা থাকিলে তাহা তাহাদের জন্যই মোবারক হউক। আমরা মনে করি যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর

www.BANGLAKITAB.com

দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন গুরুত্ব ছিল না। তিনি উহার জন্য বিন্দুমাত্রও লালায়িত ছিলেন না। কেননা, তিনি খোদার সহিত সম্পর্কের দৌলত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দৌলতের বিশেষত্ব এই যে ঃ

آں کسس کہ ترا شناخت جاں راچہ کند + فرزند وعیال وخانماں را چہ کند

(আঁকাস কেহ্ তোরা শেনাখত জাঁরা চেহ্‌কুনাদ + ফরযন্দ ও আয়াল ও খানমারা চেহ্‌কুনাদ)

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিয়াছে, সে প্রাণ দ্বারা কি করিবে আর সন্তান-সন্ততি ও বাড়ীঘর দিয়াই বা কি করিবে ?'

এমতাবস্থায় হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে দেরীতে খেলাফত পাওয়াই কি এবং একেবারে না পাওয়াই বা কি অর্থ রাখে ? তিনি কিছুতেই তজ্জন্য দুঃখিত হইতে পারিতেন না ; বরং এজন্য তিনি আনন্দিতই হইতেন। অতএব, যে বিষয়ে হযরত আলী (রাঃ) নিজে সন্তুষ্ট হন, উহাতে আপনার দুঃখ প্রকাশ করার কি অধিকার আছে ? ইহাকেই বলে ঃ "مدعی سست گواہ چست" "বাদী নীরব, সাক্ষী সরব" যেমন হাতিয়ারে ধার নাই হাতলে বেজায় ধার।

এই দুনিয়ার গুরুত্বহীনতা প্রকাশ করিয়াই হক তা'আলা বলিতেছেন, মাল ও আওলাদ পার্থিব জীবনের শোভা বৈ কিছুই নহে। ইহাদিগকে শোভা বলার আরও একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব মনে পড়িয়াছে। তাহা এই যে, শোভা ও সাজসজ্জা اعراض -এর (অস্বতন্ত্র বস্তুসমূহের) অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে আয়াতে বলিয়া দিয়াছেন যে, দুনিয়ার جواهر (স্বতন্ত্র বস্তুসমূহ)ও আসলে অস্বতন্ত্র বস্তু। যদিও প্রকাশ্যতঃ তাহা স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ধ্বংসশীল হওয়ার কারণে আপন সত্তায় উহারা اعراض -এর ন্যায় অস্বতন্ত্র, ইহার বিপরীতে আখেরাতের অস্বতন্ত্র বস্তুও স্বতন্ত্র বস্তু হইবে। কেননা, ঐগুলি হইল باقیات صالحات অর্থাৎ, চিরস্থায়ী নেক আ'মল। এখন মনে এই কয়টি সূক্ষ্মতত্ত্বই ছিল। গভীরভাবে চিন্তা করিলে আরও অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যাইবে। উহার কোন শেষ নাই।

॥ চিরস্থায়ী নেক আ'মল ॥

এখন আয়াতের নিম্নোক্ত অংশটি বর্ণনা করাই আমার প্রধান লক্ষ্য।

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"স্থায়ী নেক আ'মলসমূহ খোদার নিকট সওয়াব ও আশার দিক দিয়া উত্তম"

কেননা, মাদ্রাসার জলসায় এই ওয়ায হইতেছে। আর মাদ্রাসাও চিরস্থায়ী আ'মলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হকতা'আলা বলেন, সওয়াব ও আশার দিক দিয়া স্থায়ী বস্তুসমূহ অর্থাৎ, নেকআ'মল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট বেশী উত্তম। এখানে

www.BANGLAKITAB.com

হক তা'আলা اعمال শব্দটি উহ্য রাখিয়াছেন। কেননা, উত্তম হওয়া নির্ভর করে স্থায়িত্বের উপর তাহা বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য যদিও আমলের মাধ্যমে এই স্থায়িত্ব প্রকাশ পাইবে। সুতরাং এখানে اعمال শব্দটি উল্লেখ করিলে باقيات শব্দটি উহার صفت হইয়া تابع অর্থাৎ, গৌণ-বিষয়ে পরিণত হইয়া যাইত। ফলে আসল উদ্দেশ্য (অর্থাৎ স্থায়িত্ববোধক অর্থ) সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত হইত না।

এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি ছাত্রসুলভ সূক্ষ্মতত্ত্ব মনে রহিয়াছে। সংক্ষেপে সেগুলি বর্ণনা করিতেছি। প্রথমতঃ, এখানে হক তা'আলা মন্দ আমল উল্লেখ করেন নাই। অথচ উহাও স্থায়ী আ'মলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, নেক আ'মলের প্রতিদানে যেরূপ জান্নাত পাওয়া যাইবে এবং তাহা চিরস্থায়ী, তদ্রূপ মন্দ আমলের শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামে যাইতে হইবে এবং ইহাও চিরস্থায়ী। অতএব, এখানে আ'মলের স্থায়িত্ব বর্ণনা করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন মন্দ আ'মলও উল্লেখ করা উচিত ছিল।

ইহার উত্তর এই যে, মন্দ আ'মল সবগুলিই স্থায়ী নহে। কোন কোন মন্দ আ'মলের শাস্তি স্থায়ী নহে এবং কোনটির শাস্তি যদিও স্থায়ী, যেমন কুফর ও শিরক। কিন্তু এই শাস্তি প্রাপ্তগণের অবস্থা এই হইবে لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى 'জাহান্নামে তাহারা মরিবেও না এবং জীবিতও থাকিবে না।' অতএব, যে জীবন সম্বন্ধে لا يحى 'জীবিত নহে' বলা যায়, উহাকে স্থায়ী বলিয়া ধরিয়া লওয়ার যোগ্য নহে। কেননা, এই স্থায়িত্ব ধ্বংস সদৃশ্য।

তাছাড়া, باقيات صالحات-এর স্থায়িত্ব শুধু আভিধানিক দিক দিয়া নহে; বরং ইহা স্থায়ী সত্তা অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছাইয়া দেয় বলিয়া ইহাকে باقيات صالحات বলা হইয়াছে। একমাত্র নেক আ'মলই আল্লাহ্‌র সহিত এই সম্পর্ক স্থাপন করিতেপারে, মন্দ আ'মল নহে; বরং মন্দ আ'মল আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কের গোড়া আরও কাটিয়া দেয়। এই কারণে নেক আ'মলই স্থায়ী বলার যোগ্য। অতএব, صالحات শব্দটি শুধু অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য উল্লেখিত হইয়াছে। নতুবা শুধু باقيات শব্দটিই নেক আ'মল বুঝাইবার জন্য যথেষ্ট। আমি বলিয়াছি যে, হক তা'আলার সহিত সম্পর্কের কারণেই নেক আমল স্থায়ী। এক তফসীর অনুযায়ী একখানি আয়াতেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। كل شىء هالك الا وجهه এখানে وجهه শব্দের তফসীর ذاته করা হইয়াছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। অপর এক তফসীরে وجهه শব্দের অর্থ ما كان لله করা হইয়াছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র জন্য সে সব আ'মল করা হয়, তাহা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার সময়ও কি নেক আ'মল ধ্বংস হইবে না?

ইহার উত্তর এই যে, সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ আলেমদের মতে নেক আ'মলসমূহ কিছুক্ষণের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তবে উহা এত সামান্য সময় হইবে যে, সাধারণতঃ উহা

www.BANGLAKITAB.com

স্থায়ী বলিয়াই গণ্য। কেননা, সাধারণ নীতি অনুযায়ী সামান্য সময়ের জন্য বিলুপ্ত হওয়া ধর্তব্য নহে।

উদাহরণতঃ বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত অনবরত পথ চলিয়াছে। আসলে এই ব্যক্তি প্রস্রাবের জন্য রাস্তায় কোথাও কিছুক্ষণের জন্য বসিয়া থাকিলে কেহ তজ্জন্য আপত্তি করিয়া বলে না যে, সে তো পথিমধ্যে পাঁচ মিনিট বিরতিও দিয়াছে।

আয়াতে আরও একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। তাহা এই যে, হক তা'আলা الباقيات الصالحة বলার পরিবর্তে الصالحات الباقيات বলিয়াছেন। এতদ্বারা তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি নেক আ'মলই স্বতন্ত্রভাবে নেকের যোগ্য। এইজন্য صالح (নেক) শব্দটিও বহুবচন ব্যবহার করিয়া এদিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। নেকের সমষ্টি নেকের যোগ্য হয় তাহা নহে। এই আলোচনায় তাহাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইয়া গেল যাহারা কোন কোন নেক আমলকে নিকৃষ্ট মনে করে।

॥ আমলের গুরুত্ব ॥

কোনও নেক আমলকে নিকৃষ্ট মনে করা মারাত্মক ভুল; বরং প্রত্যেক আমলই গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে—জনৈকা বেশ্যা একটি কুকুরকে দারুন পিপাসার সময় পানি পান করাইয়াছিল। এই আমলের কারণেই তাহার সমস্ত গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। এমতাবস্থায় কোন আমলকে নিকৃষ্ট মনে করা যাইবে কিরূপে? কোন্ আমলটি হক তা'আলার পছন্দ হইয়া যায়, তাহা জানা যায় না।

'প্রেমাস্পদ কাহাকে চায় এবং তাহার ঝোঁক কোন্ দিকে জানা যায় না। এখান হইতে সালেক অর্থাৎ খোদার পথের পথিকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আহ্‌লে যাহের অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকগণ আপন আমলকে কখনও নিকৃষ্ট মনে করে না; বরং তাহারা নিজেদের প্রত্যেকটি আমলকে এতই বড় মনে করে যে, উহার মাত্রা আরও হ্রাস করার প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু খোদার পথের পথিকগণ নিজ সত্তাকে ফানা করিয়া দেয়। এই কারণে তাঁহারা নিজকে হেয় এবং আপন আমলসমূহকে যারপরনাই নগণ্য ও অস্তিত্বহীন মনে করে। ইহাতে মাঝে মাঝে নম্রতার সহিত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। নম্রতা ও কৃতজ্ঞতা এই উভয় বিষয় একত্রে লাভ করার উপায় এই যে, আপন আমলকে এই হিসাবে খুবই হেয় মনে কর যে, ইহা তুমি করিয়াছ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই নেয়ামত দান করিয়াছেন এই হিসাবে উহাকে খুব গুরুত্ব দাও। সারকথা এই যে, এইরূপ মনে কর, আমি নিজে যারপরনাই নালায়েক ও কোন কিছুর যোগ্য নহি; কিন্তু হক তা'আলা আপন কৃপায় আমাকে এই সব দৌলত দান করিয়াছেন। এইরূপ ভাবিলে নম্রতা

www.BANGLAKITAB.com

ও কৃতজ্ঞতা উভয়টিই হইবে। অতএব, আপন আমলকে সব দিক দিয়া এত ঘৃণিত মনে করা উচিত নয় যে, উহাতে নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

মোহাম্মদ শাহ্ ছাহেব ছিলেন এলাহাবাদের সীমান্ত প্রদেশের জনৈক বুযুর্গ। হাফেয আবদুর রহমান ছাহেব বগড়ভী বর্ণনা করেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? সঙ্গী বলিল, তিনি একাধারে হাফেয ও হাজী। ইহাতে হাফেয ছাহেব নম্রতা প্রকাশার্থে বলিয়া ফেলিলেন জী না—আমি তো কিছুই নহি। ইহাতে মোহাম্মদ শাহ্ তাহার প্রতি ক্ষেপিয়া গেলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা, তুমি কি চাও যে, হক তা'আলা তোমার নিকট হইতে হেফ্‌যের দৌলত ছিনিয়া লউন এবং তোমার হজ্জ বাতিল করিয়া দিন? ইহাতে হাফেয ছাহেব নিরুত্তর হইয়া গেলেন। এরপর কখনও হাফেয ছাহেব তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিতেন, আস হে নাশোক্‌র, আস হে নাশোক্‌র!

বন্ধুগণ, ইহারই নাম নম্রতা হইলে জানি না আপনারা নিজদিগকে কি বানাইয়া ফেলিবেন। কেননা, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই কিছু না কিছু গুণ রহিয়াছে। নিজকে মুসলমান বলিলে ইহাতে কামালিয়ত প্রকাশ পায়। মানুষ বলিলেও ইহাতে কামালিয়ত আছে। মেথর, চামার বলিলে ইহাতেও কামালিয়ত আছে। কেননা, তাহারাও তো মানুষ—জন্তু-জানোয়ার হইতে উত্তম। তাছাড়া মেথর ও চামার এমন গুণী যে, আজ তাহারা কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দিলে সমস্ত জগদ্বাসীই অস্থির হইয়া পড়িবে এবং বড়লোকরাও তাহাদের খোশামোদ আরম্ভ করিয়া দিবে।

থানাভবনের জনৈক আলেম তাঁহার কবি শিষ্যকে রাগাইবার জন্য বলিতেন, দুনিয়াতে প্রত্যেক পেশার লোকদেরই প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহারা না থাকিলে অন্যান্য লোকগণ কষ্টে পতিত হইবে। এমন কি, মেথরেরও প্রয়োজন রহিয়াছে; শুধু কবিগণ ব্যতীত। কেননা, তাহারা কোন কাজেরই নহে। তাহারা সকলেই মরিয়া গেলে দুনিয়ার কেহই অসুবিধায় পড়িবে না। (১)

মোটকথা, নিজকে নিকৃষ্টতম পেশাদার বলিয়া আখ্যায়িত করিলেও নিস্তার নাই। কেননা, উহাতেও কিছু না কিছু গুণ অবশ্যই আছে। অন্যকিছু না থাকিলেও মানুষ হওয়ার গুণটি অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। হাঁ, নম্রতার এক উপায় আছে। তাহা এই যে, নিজকে মানুষই বলিও না—জানোয়ার বলিতে থাক। যেমন, আজকাল

(১) অবশ্য বেশ্যা, কাওয়াল এবং ডোমদের কিছু অসুবিধা হইতে পারে। কেননা, তাহারা কবিদের কবিতা গাহিয়াই টাকা-পয়সা উপার্জন করে। উত্তরে বলা যাইতে পারে পুরাতন কবিতাই তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। সুতরাং তাহারাও কোনরূপ অসুবিধায় পতিত হইবে না।

www.BANGLAKITAB.com

কিছু সংখ্যক লোক মানুষ হইতে জানোয়ারে পরিণত হইতেছে। তাহাদের কাহারও পদবী 'তুতীয়ে হিন্দ', কাহারও 'বুলবুলে হিন্দ'। মজার ব্যাপার এই যে, তাহারা ইহাকে গৌরবের বিষয় মনে করে। জিজ্ঞাসা করি, মানুষ হইতে তোতা এবং বুলবুলে পরিণত হওয়াও কি কোন গৌরবের বিষয় হইতে পারে? এইসব জানোয়ার কি মানুষ হইতেও উত্তম? খোদার শোক্‌র আদায় কর যে, তিনি তোমাকে মানুষ বানাইয়াছেন, মুসলমান বানাইয়াছেন, নামাযী বানাইয়াছেন এবং যিক্‌র করার তৌফীক দান করিয়াছেন। এইসব নেয়ামতের কদর কর এবং এমন নম্রতা দেখাইও না—যাহাতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইতে থাকে।

আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল খোদার পথের পথিকগণ আমলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন না; কিন্তু হালের প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করে। চব্বিশ হাজার বার আল্লাহ্‌র নাম যিক্‌র করিয়া আনন্দ পায় না; কিন্তু সামান্য কাশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি) কিংবা কান্নাভাব লাভ হইয়া গেলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। ইহা মূর্খতা বৈ কিছুই নহে। মনে রাখ, আমলই হইল আসল বস্তু। ইহাই কাজে আসিবে। হাল লাভ হইল বা না হইল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। হাঁ আমলের সহিত হালও লাভ হইয়া গেলে তাহা সোনায় সোহাগা হইবে। নতুবা শুধু শুধু হালের কোন মূল্য নাই।

আমাদের হযরত হাজী ছাহেব (রঃ)-এর খেদমতে কেহ যিক্‌রে উপকার পায় না বলিয়া অভিযোগ করিলে তিনি উত্তরে বলিতেন, মিয়া, তুমি যে যিক্‌র করিতেছ, ইহাই কি কম উপকার? এরপর তিনি এই কবিতার আবৃত্তি করিতেন:

یا بم اورا یا نیابم جستجوئے می کنم + حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم

(ইয়াবাম উরা ইয়া নায়াবাম জুস্তজুয়ে মীকুনাম
হাছেল আয়াদ ইয়া নায়ায়াদ আরযুয়ে মীকুনাম)

'তাঁহাকে (আল্লাহ্‌কে) পাই বা না পাই, তালাশ করিতে থাকিব। তিনি লাভ হউন বা না হউন আকাঙ্ক্ষা করিতেই থাকিব।'

॥ দুনিয়ার স্বরূপ ॥

মোটকথা, باقیات শব্দের সহিত صالحات শব্দটিও বহুবচন ব্যবহার করায় প্রত্যেক আমলের গুরুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। আখেরাতের শোভা 'আমল' চিরস্থায়ী। ইহার বিপরীতে মাল ও আওলাদকে দুনিয়ার শোভা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই শোভা শব্দটি দ্বারা সতর্ক করা হইয়াছে যে, দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংসশীল। অতএব, দুনিয়ার মাল আওলাদ যদি আপনার পূর্বেই এবং আপনার সম্মুখেই ধ্বংস হইয়া যায়, তবে তজ্জন্য দুঃখ করিবেন না। কেননা, উহা তো ধ্বংস হইবার

www.BANGLAKITAB.com

জন্যই মওজুদ ছিল। এমন ধ্বংসশীল বস্তু সম্বন্ধে যদি আপনি হিসাব করিতে থাকেন যে, এই ছেলেটির এত বয়স হইলে এত টাকা রোজগার করিবে, এরপর বিবাহ করিবে এবং ছেলেপিলে হইবে, তবে এই হিসাব জনৈক ব্যবসায়ীর নদীর পানি হিসাব করার ন্যায় হইবে।

ঘটনা এইরূপ ঃ জনৈক লালাজী ভাড়ার গাড়ীতে আপন পরিবার-পরিজন লইয়া যাইতেছিলেন। পথে নদী পড়িল। নদীতে তখন জোয়ার ছিল। গাড়ীর চালক বলিল, জানি না, কি পরিমাণ পানি হইবে, ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহাতে ব্যবসায়ী লালাজী একটি বাঁশ লইয়া নদীর পানি মাপিলেন। তিনি নদীর কিনারের ও মধ্যখানের পানি মাপিয়া অপর পারেও ইহার অনুরূপ পানি হইবে বলিয়া ধরিয়া লইলেন। অতঃপর শ্লেটে অঙ্ক কষিলেন। মধ্যখানের গভীরতাকে দুই কিনারে ভাগ করতঃ গড় বাহির করিয়া দেখিলেন যে, নদীতে মাত্র কোমর পানি হইবে। এরপর তিনি গাড়ীচালককে বলিলেন, মিয়া, তুমি নিশ্চিন্তে গাড়ী নামাইয়া দাও। আমি গড় বাহির করিয়া দেখিয়াছি, মাত্র কোমর পানি হইবে। সেমতে গাড়ী নদীতে নামাইয়া দেওয়া হইল। মধ্যখানে পৌঁছিতেই গাড়ী ডুবিতে লাগিল। ইহাতে লালাজী অঙ্কটি আবার দেখিলেন ; কিন্তু পূর্বের গড়ই বাহির হইল। এবার লালাজী বলিয়া উঠিলেন ; لیکھا جوں کاتوں پھر کنبہ ڈوبا کیوں 'যেমন আছে, তেমনই লিখিয়াছি, তবে কুম্বা অর্থাৎ পরিবার-পরিজন ডুবিয়াছে কেন ?'

এই বোকা লোকটি যেমন হিসাব করিয়া মনে করিয়াছিল যে, শ্লেটে যেরূপ পানির গড় বাহির হইয়াছে, নদীতেও তদ্রূপ গড় সমান হইয়া গিয়াছে, আওলাদের ব্যাপারে তোমাদের হিসাবও তেমনি। তোমরা মনে মনে হিসাব করিয়া ভাবিতে থাক যে, আসলেও এরূপ হইবে, কিন্তু আসলের কোঠায় যাহা নির্ধারিত আছে, তাহাই হয়, তোমাদের হিসাবে কিছুই হয় না। টাকা-পয়সা নষ্ট হইয়া গেলে তোমরা দুঃখ করিও না ; বরং মনে করিয়া লও যে, ইহা নষ্ট হইবারই জিনিস।

কেহ কেহ মাল নষ্ট হওয়ার কারণে দুঃখ প্রকাশ করার কারণ বর্ণনা করিয়া বলে যে, নষ্ট না হইলে ইহা খোদার রাস্তায় খরচ করিতাম, ফলে সওয়াব পাওয়া যাইত। আমি বলি, প্রথমতঃ ইহা নিছক ধারণা মাত্র। নষ্ট হওয়ার পরই এইরূপ ধারণা মনে জাগে। টাকা নষ্ট না হইয়া ঘরে থাকিলে মনে এইরূপ ধারণা জাগিত না। আর যদি কাহারও বাস্তবিকই এইরূপ নিয়ত থাকে, তবে আমি বলি যে, সে নিশ্চিন্ত থাকুক, সে সওয়াব পাইয়া ফেলিয়াছে। কেননা, সওয়াব পাওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যখন তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার নিয়ত করিয়াছিলে সওয়াব তখনই পাইয়া ফেলিয়াছ। এরপর খরচ করার সুযোগ হউক বা না হউক। তোমার সওয়াব নষ্ট হইবে না। অতএব, এই কারণেও চিন্তিত না হওয়া উচিত।

www.BANGLAKITAB.com

হাঁ, নেক আ'মল ফওত হইয়া গেলে তজ্জন্য দুঃখ করা উচিত। কিন্তু এই ব্যাপারটিও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তাহা এই যে, নেক আ'মল ফওত হইয়া গেলে সাধারণ লোক যত ইচ্ছা তত দুঃখ করুক, ইহা তাহাদের পক্ষে উপকারী। কিন্তু খোদার পথের পথিকদের এই কারণেও বেশী দুঃখ করা সমীচীন নহে; বরং তাঁহাদের উচিত কিছুক্ষণ দুঃখ করতঃ মনে-প্রাণে তওবা করিয়া আবার আপন কাজে লাগিয়া যাওয়া। হায়, এই কাজটি কেন ফওত হইয়া গেল, এই ভুলটি কেন করিলাম?—এইরূপ অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া তাঁহাদের মোটেই উচিত নহে। সদাসর্বদা এইরূপ চিন্তা করা খোদা-পন্থীদের পক্ষে ক্ষতিকর। কেননা, ইহা খোদার সহিত সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইহার কারণ এই যে, আন্তরিক প্রফুল্লতা দ্বারাই খোদার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। উপরোক্তরূপ দুশ্চিন্তা অন্তরের প্রফুল্লতা হ্রাস করিয়া দেয়। তবে অল্পক্ষণ দুঃখ করা এবং কিছু কান্নাকাটি করিয়া লওয়া উচিত—যাহাতে নফ্‌স ত্রুটির শাস্তি পায়। এরপর তওবা ও খুব ভালরূপে এস্তেগ্‌ফার করতঃ মন হইতে দুশ্চিন্তা মুছিয়া পূর্ব কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিত।

আজকাল বেশী দুঃখ করিলে আরও একটি ক্ষতি হইবে। তাহা এই যে, আজকাল স্বভাবতই অন্তর দুর্বল। বেশী দুঃখ করিলে ইহার দুর্বলতা আরও বাড়িয়া যাইবে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অকর্মন্যতা দেখা দিতে পারে। ইহা প্রকাশ্য ক্ষতি বৈ কিছুই নহে। মোটকথা, কতিপয় স্থায়ী উপকার ফওত হইয়া যাওয়াও যখন বেশী দুঃখের কারণ নহে, তখন ধ্বংসশীল উপকার অর্থাৎ, পার্থিব উপকার কিছুতেই দুঃখের কারণ হইতে পারে না। অতএব, পার্থিব উপকারের জন্য হা-হুতাশ করা নিতান্তই অর্থহীন। তাছাড়া একথা প্রমাণিত যে, মুসলমানের যে জিনিসই নষ্ট হয়, তাহা সমস্তই হক তা'আলার নিকট জমা থাকে। মুসলমান ব্যক্তি ইহার পরিবর্তে সওয়াব পায়। এমন কি, শরীরে একটি কাঁটা ফুটিলেও উহার সওয়াব পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে এই মূলনীতি অনুযায়ী একখানি আয়াতের তফ্‌সীর বুঝিয়া লউন। খুব দরকারী কথা। দুনিয়ার উদাহরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় হক তা'আলা বলেন:

مثل ما ينفقون في هذه الحيوة الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت

حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم ولكن انفسهم يظلمون -

আয়াতের মোটামুটি অর্থ এই—কাফেরেরা পার্থিব জীবনে যাহা ব্যয় করে, উহার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কোন কাফেরের শস্যক্ষেত্র, যাহাতে তুষারপাত হয়। ফলে উহা বরবাদ হইয়া যায়। কাফেরদের এই ক্ষেত শস্যশ্যামলা হওয়ার পর যেমন একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি তাহাদের ব্যয় করা মাল ঈমান না

www.BANGLAKITAB.com

থাকার কারণে একেবারেই বিফলে যায়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই উদাহরণে حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ, 'কাফেরদের শস্যক্ষেত্র' বলিলেন কেন? অথচ তুষারপাত হইলে কাফের ও মুসলমান উভয়ের ক্ষেতই নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মুসলমানের ক্ষেত তুষারপাতের ফলে পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যদিও ক্ষেত বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু এই বিপদে ধৈর্য ধরার কারণে ধৈর্যের প্রতিদান বাড়িয়া যাইবে এবং ইহার পরিবর্তে আখেরাতে যে সওয়াব পাইবে, তাহা এই ক্ষেত হইতে লক্ষগুণ উত্তম হইবে। কেননা, আখেরাতের সওয়াবের দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ

نیم جاں بستاند و صد جاں دهد + آنچه در وهمت نیاید آں دهد

خود که یابد ایں چنیں بازار را + که بیک گل می خری گلزار را

(নীম জাঁ বেসাতানাদ ও ছদ জাঁ দেহাদ + আঁচেহ্ দরু হিম্মত নায়ায়াদ আঁ দেহাদ

খোদ কেহ্ ইয়াবাদ ঈ চুনী বাজার রা + কেহ্ বএক গুল মীখারী গুলযার রা)

অর্থাৎ, 'অর্ধেক প্রাণ গ্রহণ করেন এবং শত শত প্রাণ দান করেন। যাহা বরদাশ্ত করার শক্তি নাই, তাহা দান করেন। এমন বাজার বিনা কষ্টে কে পাইতে পারে—যেখানে একটি ফুল দ্বারা সুশোভিত ফুলের তোড়া ক্রয় করা যায়?'

অতএব, কাফেরের আ'মল বিনষ্ট হওয়ার উদাহরণ হিসাবে কাফেরের ক্ষেতই উপযুক্ত। ইহাই তুষারপাতের ফলে পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। কেননা, কাফের উহার কোন প্রতিদান পায় না। মুসলমানের পূর্ণ ও প্রকৃত ক্ষতি হয় না। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই حرث قوم-এর সহিত ظلموا انفسهم-এর সংযোগ করা হইয়াছে। খোদার কসম, ইহা বড়ই চমৎকার সংযোগ। ইহা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, পার্থিব কোন ক্ষতি দ্বারাই তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। প্রকৃত ক্ষতি শুধু কাফেরের হয়। মুসলমানের জন্য সর্বদা আনন্দই নির্ধারিত—সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেও আনন্দ এবং বিপদাপদেও আনন্দ। অমুসলমানরাও বলিয়া থাকে যে, মুসলমানের উন্নতি হইলে আমীর, অবনতি হইলে ফকীর (যাহার সম্মান আমীরের চেয়েও বেশী) এবং মরিয়া গেলে পীর। পক্ষান্তরে অন্যান্য জাতির উন্নতি হইলে সুপুত, অবনতি হইলে কুপুত এবং মরিয়া গেলে ভুত। তখন তাহারা প্রেতাত্মা হইয়া জীবিতদের পিছনে ধাওয়া করে। মুসলমানের মনস্কাম সিদ্ধ হইলেও আনন্দ এবং সিদ্ধ না হইলেও আনন্দ। মাওলানা রূমী বলেন ঃ

گر مرادت را مزاق شکرست + بے مرادی نے مراد دلبرست

(গার মুরাদাত রা মযাকে শুক্র আস্ত + বেমুরাদী ন্যায় মুরাদে দিলবর আস্ত)

'তোমার আকাঙ্ক্ষায় যদি কৃতজ্ঞতার রুচি থাকে, তবে মাশুককে আকাঙ্ক্ষা করা বৃথা নহে।'

www.BANGLAKITAB.com

উদ্দেশ্য সফল হইলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, সফল না হইলেও তেমনি সওয়াব পাওয়া যায়। কেননা, উহা হক তা'আলার ইচ্ছার অনুকূলে সওয়াব না হইলেও আশেকদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। তদুপরি তাঁহারা সওয়াব পায়। প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টির মধ্যেই প্রেমিকের আনন্দ নিহিত—একারণেই যত বড় বিপদই আসুক না কেন তাহা তাহাদের জন্য আনন্দদায়ক হইয়া থাকে।

হুযূর (দঃ)-এর ওফাতের চেয়ে বড় বিপদ মুসলমানদের পক্ষে আর কি হইবে? এই ওফাতের সময় খিযির (আঃ) ছাহাবীদিগকে এইভাবে সান্ত্বনা দেন ঃ

اِنَّ فِى اللّٰهِ جَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللّٰهِ فَثِقُوْا وَاِيَّاهُ فَارْجُوْا فَاِنَّمَا الْمَحْرُوْمُ مِنَ الثَّوَابِ -

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যেই প্রত্যেক বিপদের সান্ত্বনা এবং প্রত্যেক বিগত বস্তুর প্রতিদান নিহিত আছে। অতএব, আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা রাখ এবং তাঁহার কাছেই আশা রাখ। কেননা, যে ব্যক্তি সওয়াব হইতেও বঞ্চিত হয়, সে-ই পূর্ণরূপে বঞ্চিত। (মুসলমান কোন বিপদেই সওয়াব হইতে বঞ্চিত হয় না।)' আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যখন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এরও প্রতিদান আছে, তখন প্রতিদানের আর কি বাকী রহিল? এরপর এমন কোন বিপদই নাই—যাহাতে মুসলমানগণ খোদা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পেরেশান হইতে পারে। তবে ধর্ম-কর্মে ত্রুটি থাকিলে তজ্জন্য দুঃখ করা উচিত। কেননা, ইহার কোন প্রতিদান নাই। পূর্বেকার বর্ণনা অনুযায়ী এই দুঃখ প্রকাশও সীমিত পর্যায়ে হওয়া দরকার। কেননা, তওবা, এস্তেগ্‌ফার কান্নাকাটি ইত্যাদি দ্বারা ধর্ম-কর্মের ক্ষতি পূরণ হইতে পারে।

॥ আশার গুরুত্ব ॥

এখন আমি আবার আয়াতের তরজমা করিতেছি। এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া অদ্যকার বর্ণনা শেষ করিতে চাই। হক তা'আলা বলেন ঃ

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

"স্থায়ী নেক আ'মলসমূহ খোদার নিকট সওয়াব ও আশার দিক দিয়া উত্তম।" অর্থাৎ, নেক আ'মল করিলে বান্দা যেমন সওয়াব পায়, তদ্রূপ তাহার মনে আশারও সঞ্চার হয় যে, ইন্‌শাআল্লাহ্ খোদা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এইরূপ আশা অতি উচ্চ। ইহার সত্যিকার মূল্য আশেকরা বুঝিতে পারে। তাহারা এই আশার ভরসায়ই জীবিত থাকে। কেহ চমৎকার বলিয়াছেন ঃ

www.BANGLAKITAB.com

اگرچه دور افتادم بدیں امید خرسندم + کہ شاید دست من بار دگر جانان من گیرد

(আগরচেহ্ দূর উফ্তাদাম বদীঁ উমেদ খুরসন্দাম
কেহ্ শায়াদ দস্তে মান বারে দিগার জানানে মান গীরাদ)

অর্থাৎ, 'যদিও দূরে পড়িয়াছি, তবুও এই আশায় জীবিত আছি যে, হয় তো আমার হাত আবার প্রেমাস্পদকে ধরিতে পারিবে।"

এই আশা কোনরূপ কামনাজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতির নাম নহে; বরং এই আশার বদৌলতে অন্তর স্বতঃস্ফূর্ত ও সঞ্জীবিত হয়। জনৈক আশেক মৃত্যু-কষ্টে পতিত অবস্থায় সংবাদ পায় যে, তাহার প্রেমাস্পদ আসিতেছে। ইহাতে আগ্রহের আতিসয্যে সে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া পড়ে। এরপর জানিতে পারিল যে, প্রেমাস্পদ দরজা পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। ইহা শুনা মাত্রই সে আবার ঢলিয়া পড়িয়া গেল। অতএব, বুঝা গেল যে, আশা মরণোন্মুখ ব্যক্তির দেহেও একবার নবজীবন সঞ্চার করিয়া দেয়। এই ব্যক্তির প্রেমাস্পদ কৃত্রিম ও যালেম ছিল। এই কারণে তাহার আশা অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু হক তা'আলা সর্বদাই আছেন এবং থাকিবেন। তিনি দাতা, দয়ালু ও প্রেমিকপরায়ণ। তাঁহার প্রতি আশা পোষণ করিলে তাহা পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। খোদার কসম, খোদা-প্রেমিকগণ এই আশার বদৌলতে সর্বক্ষণ নবজীবন লাভ করিয়া থাকেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নেক আ'মলের উপকার নগদও পাওয়া যায়—শুধু বাকীই নহে। হাঁ, বাকী উপকারও একটি আছে। তাহা হইল সওয়াব। আশা নেক আ'মলের একটি নগদ উপকার। ইহা নেক আ'মল ব্যতীত লাভ হয় না। কোন অপরাধীকে আশাবাদী দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, সে সত্যিকার আশাবাদী নহে; বরং সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ও ভ্রমে পতিত আছে। যদি সত্য সত্যই আশাবাদী হয়, তবে অবশ্যই তাহার নিকট কোন নেক আ'মলের পুঁজি আছে। উহার কারণেই সে আশা লাভ করিতে পারিয়াছে। অন্য কোন আ'মল না থাকিলেও ঈমান ও ইস্‌লামের আ'মল আছে। কেননা, ঈমান নেক আ'মলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কোন কাফের ব্যক্তি কোনক্রমেই খোদার প্রতি বিশুদ্ধ আশাবাদী হইতে পারে না। লালসা ও অহঙ্কার ছাড়া তাহার অন্য কোন কিছু লাভ হইতে পারে না। মোটকথা, আশা হইল নেক আ'মলের নগদ উপকার।

তেমনি মন্দ আ'মলসমূহের একটি বাকী ও একটি নগদ ফলাফল রহিয়াছে। বাকী ফলাফল হইল জাহান্নামের শাস্তি এবং নগদ ফলাফল হইল আতঙ্ক, মানসিক অন্ধকার এবং অস্থিরতা। এগুলি অবশ্য গোনাহের প্রতিক্রিয়া। এই কারণেই কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, জান্নাত ও দোযখ বর্তমান কালেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। যাহার নিকট নেক আ'মলের পুঁজি আছে, জান্নাত এখনই তাহাকে

www.BANGLAKITAB.com

পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেননা, আশার কারণে সে অত্যন্ত শান্তিতে দিনাতিপাত করে। পক্ষান্তরে যাহার নিকট মন্দ আ'মল আছে, জাহান্নাম এখনই তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেননা, পাপের আতঙ্ক ও অন্ধকারের দরুন এই ব্যক্তি দুনিয়াতে অস্থিরতা ও শাস্তি ভোগ করিতেছে।

আমি নিজে হযরত মাওলানা ফযলুরহমান (রঃ)-এর মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, ভাই, জান্নাতের মজা সত্য, হাউযে কাউছারের আনন্দ সত্য, কিন্তু নামাযে যে স্বাদ পাওয়া যায়, তাহা কোন কিছুতেই নাই। নামাযে সেজদায় যাওয়ার সময় মনে হয়, যেন খোদাতা'আলা আদরের পরশ দান করিয়াছেন। সোব্‌হানাল্লাহ্‌, যিনি নেক আ'মলের এবংবিধ স্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য দুনিয়াতেই জান্নাত লাভ হইবে না কেন?

কেহ কেহ বলে, আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বটে; কিন্তু উহা বাকী এবং দুনিয়া নগদ। মানুষ স্বাভাবতই নগদ বস্তুর প্রতি অনুরাগী। এই কারণে বাধ্য হইয়াই মানুষ দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দান করে। উপরোক্ত আলোচনায় তাহাদের এই উক্তির জওয়াবও নিহিত আছে। এসম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, নগদ বস্তুকে সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রথমতঃ, ইহাই ঠিক নহে। মনে করুন, কেহ আপনাকে বলিল, যদি এখন বাসা চাও, তবে এই কাঁচা বাড়ী পাইবে। আর যদি এক বৎসর পর লইতে চাও, তবে বিরাট পাকা বাড়ী দেওয়া হইবে। বলুন, এমতাবস্থায় আপনি কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দান করিবেন। নিশ্চয়ই পাকা বাড়ী পাওয়ার আশায় আপনি এক বৎসর কাল অপেক্ষা করাকেই পছন্দ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, আখেরাতকে বাকী মনে করাও ভুল। খোদার কসম, আখেরাতের আ'মলসমূহের ফলাফল নগদও পাওয়া যায়। যাঁহারা এই ফলাফলের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা সপ্ত দেশের রাজত্বের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন না। এই ফলাফল হইল খোদা তা'আলার সহিত সম্পর্ক ও তাঁহার প্রতি আশান্বিত হওয়া। এই কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন, আমাদের নিকট যে ধন আছে, দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা উহার সন্ধান পাইলে তলোয়ার লইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে এবং উহা ছিনাইয়া লইতে চাহিবে। কোরআন পাকের এক স্থানে হক তা'আলা নেক আ'মলসমূহের দুইটি ফলাফল উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

'তাহারা (নেক আ'মলকারীরা) আপন প্রতিপালকের তরফ হইতে হেদায়তের উপর কায়েম রহিয়াছে এবং তাহারাই পূর্ণরূপে কৃতকামী।' অর্থাৎ, নেক আ'মলের এক ফলাফল আখেরাতের কামিয়াবী তো আছেই, হেদায়তও উহার অপর একটি দ্রুত ফলাফল। এপ্রসঙ্গে বাহ্যতঃ প্রশ্ন হয় যে, হেদায়ত ফলাফল হইবে কিরূপে?

www.BANGLAKITAB.com

যাহাতে আনন্দ আছে, তাহাই স্বাদযুক্ত। হেদায়ত আ'মলের একটি অবস্থা বিশেষ। ইহাতে আনন্দের কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ আমার একটি নিজস্ব কাহিনী বর্ণনা করিতেছি। ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, হেদায়ত (সুপথ প্রাপ্তি হওয়া)ও একটি ফল।

একবার আমি সাহারানপুর হইতে কানপুর যাইতেছিলাম। তজ্জন্য সাহারানপুর হইতে লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনে সওয়ার হইলাম। এই গাড়ীতেই আমার জনৈক স্বদেশবাসী জেন্টলম্যান বন্ধু পূর্ব হইতেই সওয়ার ছিলেন। আমি মনে করিলাম যে, হয় তো তিনিও লক্ষ্ণৌ যাইবেন। কেননা, এককালে লক্ষ্ণৌ শহরের সহিত তাঁহার খুব সম্পর্ক ছিল। শীতের রাত্রি ছিল। বন্ধুবর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। শীতবস্ত্র কম্বল ইত্যাদি সঙ্গে কিছুই ছিল না। সঙ্গে কোনরূপ আসবাবপত্রের বোঝা না রাখাই আজকালকার জেন্টলম্যানদের ভ্রমণ করার নিয়ম। ট্রেন চালু হইয়া গেলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি লক্ষ্ণৌ যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি মিরাট যাইতেছি। আমি বলিলাম, আপনি মিরাট যাইতে পারেন, কিন্তু আফ্‌সোস যে, এই গাড়ীটি লক্ষ্ণৌ যাইতেছে। আসলে আমি তাহাদের প্রচলিত বচন-ভঙ্গী অনুযায়ীই কথাবার্তা বলিলাম। তিনি ইহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, গাড়ীটি কি সত্যই লক্ষ্ণৌ যাইতেছে? আমি বলিলাম, হাঁ। এরপর তিনি বারবার লা-হাওলা পাঠ করতঃ এদিকওদিক তাকাইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, সাহেব, রোড়কী ষ্টেশনের এদিকে আর গাড়ী থামিতেছে না। পেরেশান হইয়া লাভ কি? নিশ্চিন্তে বসিয়া কথাবার্তা বলুন। ইহাতে বন্ধুবর রাগত স্বরে বলিলেন, আপনি তো বেশ কথাবার্তা বলার তালে আছেন। এদিকে আমার পেরেশানীর অন্ত নাই। তখন আমি নিজের ও তাহার অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিলাম। আমি এখনও গন্তব্যস্থানে পৌঁছি নাই। তিনিও আপন অভীষ্ট স্থান হইতে বেশী দূরে নহে; বরং ফেরৎ গাড়ীতে তিনি আমার পূর্বেই তথায় পৌঁছিয়া যাইবেন। তাসত্ত্বেও আমি নিশ্চিন্ত আর তিনি অস্থিরপ্রাণ। আমার নিশ্চিন্তা ও তাঁহার অস্থিরতার কারণ কি? চিন্তা করার পর বুঝিলাম যে, আমি আমার পথেই ছিলাম। এই কারণে আমার মধ্যে কোনরূপ দুশ্চিন্তা ছিল না; কিন্তু তিনি আপন পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার মনে অস্থিরতা বিরাজ করিতেছিল। তখন ট্রেনটি যতই পথ অতিক্রম করিতেছিল, আমার আনন্দ ও মানসিক শান্তি ততই বাড়িতেছিল। পক্ষান্তরে গাড়ীর প্রতিটি পদক্ষেপ বন্ধুবরের মনে কাঁটার ন্যায় বিধিতেছিল।

আয়াতে উল্লেখিত হেদায়তও যে আ'মলের একটি বড় ফলাফল, উপরোক্ত ঘটনায় তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বাস্তবিক হেদায়ত অর্থাৎ পথে থাকা একটি বড় নেয়ামত ও ধন। দুনিয়াতে প্রত্যেক মুসলমান এই ফলাফল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু কাফের ইহা হইতে বঞ্চিত।

www.BANGLAKITAB.com

॥ ছদ্‌কায়ে জারিয়া ॥

নেক আমলসমূহের পুরস্কার আখেরাতে চিরস্থায়ী হইবে। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক আ'মল শুধু স্থায়ীই হইবে এবং কিছু সংখ্যক আমলকে অতিমাত্রায় স্থায়ী বলা উচিত। যেমন, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ (ফকির দরবেশদের আস্তানা) স্থাপন করা। এগুলি ছদ্‌কায়ে জারিয়া। অতএব, ইহাকে সোনার উপর সোহাগা বলিতে হইবে। অর্থাৎ, কিছু সংখক আ'মলের সওয়াব মৃত্যুর পর বৃদ্ধি পায় না। জীবদ্দশায় যতটুকু সওয়াব উপার্জন করা হয়, ততটুকুই বাকী থাকিবে। উহাতে উন্নতি হইবে না। কিন্তু ছদ্‌কায়ে জারিয়ার সওয়াব মৃত্যুর পরও উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। তুমি যখন কবরে শায়িত থাকিবে, ফেরেশ্‌তা তখনও তোমার আ'মলনামায় ছদ্‌কায়ে জারিয়ার সওয়াব লিখিতে থাকিবে। অতএব, যেসব আ'মলের সওয়াব মৃত্যুর পরও বাড়ীতে থাকে, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ উহাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে আজকাল খানকাহ্‌র নামে খানকাহ্ স্থাপন করা উচিত নহে; বরং মাদ্রাসার নাম দিয়া স্থাপন করত উহাতে খানকাহ্‌র কাজ-কর্ম করা উচিত; কেননা, খানকাহ্ নাম দিলে উহা বেশী পরিমাণে খ্যাত হইয়া যায়। তাছাড়া, পরবর্তীকালে উহাতে বেদআত হইতে থাকে। কেহ ওরশ করে, কেহ কাওয়ালীর আসর জমায় আবার কোথাও কোথাও গদীনশীনী হইয়া থাকে—যাহাতে বিভিন্ন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ ও অনর্থ দেখা দেয়। এরচেয়ে খানকাহ্ নাম না দেওয়াই উত্তম। বরং মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া উহাতে চরিত্র শুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার কাজ কর। এমতাবস্থায় ইহা প্রকৃত মাদ্রাসাও হইবে এবং খানকাহ্‌ও হইবে। অতএব, যে মাদ্রাসায় শিক্ষার সাথে সাথে আ'মলের প্রতিও বিশেষ নযর দেওয়া হয়, উহাই প্রকৃত মাদ্রাসা। মাদ্রাসার পরিচালকগণ শুনুন, আপনারা নিজ নিজ মাদ্রাসার সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দিন এবং উহাদিগকে সত্যিকার মাদ্রাসায় পরিণত করুন। অর্থাৎ, ছাত্রদের আ'মলেরও দেখাশুনা করুন। নতুবা স্মরণ রাখুন ঃ

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

'তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই আপন প্রজাসাধারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।' এই নীতি অনুযায়ী আপনারা এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবেন। কেননা, আপনারা ছাত্রদের রক্ষক এবং তাহারা আপনাদের প্রজা। অতএব, ছাত্রদিগকে শুধু সবক পড়াইয়া পৃথক হইয়া যাওয়া জায়েয নহে; বরং ইহাও দেখা দরকার যে, কোন্ ছাত্রটি এল্‌ম অনুযায়ী আ'মল করে এবং কে করে না? যাহাকে আ'মলের প্রতি মনোযোগী দেখেন, তাহাকে পড়ান। নতুবা মাদ্রাসা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিন। এরূপ করিলে আপনার মাদ্রাসা সত্যিকার দারুল এল্‌ম অর্থাৎ এল্‌মের মহল হইবে। নতুবা ফারসী ভাষার দারে এল্‌ম অর্থাৎ এল্‌মের বধ্যভূমিতে পরিণত

www.BANGLAKITAB.com

হইবে। ছাত্রদের যাবতীয় কাজকর্মের দেখাশুনা করুন। পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। যাহারা কোট, প্যান্ট, বুট ইত্যাদি পরিধান করে, তাহাদিগকে আলেমদের পোশাক পরিতে নির্দেশ দিন। নতুবা মাদ্রাসা হইতে বাহির করিয়া দিন। সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ সবরকম সাদৃশ্যের ব্যবস্থা করুন এবং ছাত্রদিগকে পরিষ্কার বলিয়া দিন ঃ

یا مکن با پیلبانا ں دوستی + یا بنا کن خانه بر اندا ز پیل

(ইয়া মকুন বাপীলবানাঁ দুস্তী + ইয়া বেনাকুন খানা বর আন্দাযে পীল)

'হাতী-চালকদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, যদি কর, তবে হাতীর যোগ্য উচ্চ গৃহ নির্মাণ কর।

অর্থাৎ, এল্‌ম হাছিল করিতে হইলে তালেবে এল্‌মদের ন্যায় আকৃতি বানাও, নতুবা বিদায়। এই পর্যন্ত আলেমদিগকে বলা হইল। এখন জনসাধারণকে বলিতেছি, আপনারা মাদ্রাসার খেদমত করুন। মাদ্রাসার যে কোন কাজেই আপনি সাহায্য করিবেন, তাহা স্থায়ী আ'মল হইবে। কেহ কেহ শুধু শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করাকে ছদ্‌কায়ে জারিয়া মনে করে, ইহা ভুল ধারণা। মাদ্রাসার গৃহ নির্মাণ এবং ছাত্রদের খানাপিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য সাহায্য করা ইত্যাদি সমস্তই ছদ্‌কায়ে জারিয়া। কেননা, এগুলি দ্বারা পরোক্ষভাবে শিক্ষাদানেই সাহায্য করা হয়। এই ছাত্ররা লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া যখন অন্যান্য লোকদিগকে শিক্ষা দান করিবে, তখন আপনি সর্বদাই উহার সওয়াব পাইতে থাকিবেন। এই মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারা দুনিয়াতে যতদিন এল্‌মের আলোধারা চালু থাকিবে, ততদিন সমভাবে আপনার আ'মলনামায় সওয়াব লিখিত হইতে থাকিবে। ইহা কতবড় আনন্দের কথা যে, আপনি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত মাদ্রাসার খেদমত করিলেন কিংবা বেশী বয়স হইলে একশত বৎসর পর্যন্ত করিলেন, কিন্তু আপনার আ'মলনামায় হাজার বৎসর বরং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সওয়াব লিখা হইবে। কেননা, খোদা চাহেন তো কিয়ামতের কিয়ৎকাল পূর্ব পর্যন্ত দুনিয়াতে এলমের চর্চা থাকিবে। পক্ষান্তরে যদি আপনি জীবদ্দশায় এই সব কাজে সাহায্য না করেন, তবে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কারণ টাকা-পয়সা যেভাবেই হউক ব্যয় হইয়া যাইবে—বাকী থাকিবে না। বাজে ও না-জায়েয কাজে ব্যয় হইয়া টাকা-পয়সা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কিংবা আপনার পর উত্তরাধিকারীরা তাহা দ্বারা বিলাসিতায় গা এলাইয়া দিবে এবং এই গোনাহের চিহ্ন আপনার আ'মলনামায় বাকী থাকিবে।

উদাহরণতঃ একটি গল্প বলিতেছি। জনৈক ব্যক্তি প্রত্যহ বিছানায় প্রস্রাব করিয়া দিত। এই বদভ্যাসের দরুন এক দিন তাহার স্ত্রী তিরস্কার করিয়া বলিল, একি বাজে অভ্যাস! তুমি এতবড় হইয়াও বিছানায় পেশাব করিয়া দাও! আমি প্রত্যহ বিছানা ধুইতে ধুইতে অতিষ্ঠ হইয়া গেলাম। ইহার উত্তরে লোকটি বলিল,

www.BANGLAKITAB.com

বেগম, কি বলিব, প্রত্যহ স্বপ্নে শয়তান আমার নিকট আসিয়া বলে, আস, তোমাকে ভ্রমণ করাইয়া আনি। আমি তাহার সহিত চলিয়া যাই। পথিমধ্যে পেশাবের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন আমি স্বপ্নের মধ্যে পেশাবখানার চত্বরের উপর বসিয়া পেশাব করিয়া দেই। কিন্তু বাস্তবে তাহা বিছানার উপরই হইয়া যায়। বেগম বলিল, শয়তান যখন তোমার এতবড় বন্ধু, তখন এক কাজ কর। অদ্য তাহাকে বলিও যে, তোমার দুস্তি আর কি কাজে আসিবে? আমরা দরিদ্র। কোথাও হইতে আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে টাকা আনিয়া দাও। স্বামী বলিল, ভাল কথা, আজ অবশ্যই তাহাকে একথা বলিব। রাত্রিবেলায় যখন স্বপ্নলোকে তাহার নিকট শয়তান উপস্থিত হইল, তখন সে বেগমের পয়গাম আদ্যোপান্ত তাহাকে জানাইয়া দিল। শয়তান বলিল, আরে কি যে বল, তোমার জন্য বহু টাকা রক্ষিত আছে। আমার সঙ্গে চল। এই বলিয়া শয়তান তাহাকে একটি ধনাগারে লইয়া গেল। সে টাকা-পয়সার এতবড় একটি বোঝা লোকটির পিঠে উঠাইয়া দিল যে, উহাতে লোকটির পায়খানা বাহির হইয়া গেল। সকাল বেলায় যখন চোখ খুলিল তখন দেখে কি, বিছানায় পায়খানা মৌজুদ, কিন্তু টাকার বোঝা উধাও। বেগম বলিল, এ কি! স্বামীপ্রবর আগাগোড়া ঘটনা বেগমকে শুনাইলে সে বলিল, ব্যাস কর। এরূপ টাকা হইতে তওবাই ভাল। এখন হইতে তুমি প্রত্যহ পেশাবই কর—আর পায়খানা করিও না।

তদ্রূপ গোনাহের কাজে টাকা-পয়সা খরচ করিলে পরিণামে টাকা-পয়সা উধাও হইয়া যাইবে; কিন্তু আ'মলনামায় উহার গোনাহ্ বাকী থাকিবে। এরপর জাহান্নামের শাস্তি পৃথক ভোগ করিতে হইবে। এই কারণে নেক আ'মলের প্রতি মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। আপন উপার্জিত ধন সৎকাজে ব্যয় করুন, যত্নসহকারে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকুন এবং হক তা'আলার সন্তুষ্টি ও আনুগত্য অর্জনের জন্য চেষ্টিত হউন।

এখন বক্তব্য শেষ করিতেছি। উপসংহারে আপনাদের নিকট অনুরোধ এই যে, এক্ষণে মাদ্রাসার যে-সব কার্যক্রম হইবে, তাহা দেখিয়া যাইবেন। আমার বর্ণনার পরই ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবেন না। দোআ করুন, যেন হক তা'আলা আমাদিগকে আ'মলের তৌফীক ও বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি দান করেন। (হযরত মাওলানা মিম্বর হইতে অবতরণের সময় বলিলেন যে, অদ্যকার বর্ণনার নাম "মাযাহেরুল আ'মাল" রাখা হউক।)

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥

www.BANGLAKITAB.com

সাফল্যের উপায়

সাফল্য অর্জন সম্পর্কে এই ওয়াজ ১৬ই ছফর ১৩৩১ হিজরী কনৌজের জামে মসজিদের মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বর্ণনা করেন। আড়াই ঘণ্টায় ইহা শেষ হয়। মাওলানা সাঈদ আহ্‌মদ ছাহেব ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

◎

আপনি যদি সাফল্য কামনা করেন অর্থাৎ আনুষঙ্গিকভাবে দুনিয়ার সাফল্য এবং উদ্দেশ্য-মূলকভাবে আখেরাতের সাফল্য কামনা করেন, তবে ইহার উপায় এই যে, দ্বীনদারী অবলম্বন করুন এবং দ্বীনের আহ্‌কাম যথাযথভাবে পালন করুন। কেননা, হক তা'আলা এইসব নির্দেশ পালনের উপরই সাফল্য নির্ভরশীল রাখিয়াছেন।

◎

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

আয়াতের অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর। (যখন কাফেরদের সহিত মোকাবিলা হয়, তখন) মোকাবিলায় ছবর কর। (মোকাবিলার সম্ভাবনা থাকার সময়) মোকাবিলার জন্য সদা প্রস্তুত থাক এবং সর্বাবস্থায় খোদাতা'আলাকে ভয় করিতে থাক। (শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিও না।) যেন তোমরা পুরাপুরি কামিয়াব হইতে পার।

www.BANGLAKITAB.com

॥ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ॥

এই আয়াতখানি সূরায়ে আলে-এমরানের পরিশিষ্টে উল্লেখিত হইয়াছে। সূরায়ে আলে-এম্‌রানে হক্ তা'আলা বিভিন্ন অধ্যায়ের আহ্‌কাম (নির্দেশাবলী) বর্ণনা করিয়াছেন। সূরাটি পাঠ করিলে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে। সমস্ত আহ্‌কাম বর্ণনা করার পর উপসংহারে উহাদের সম্বন্ধে কয়েকটি জরূরী জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি ব্যতীত আহ্‌কামে পূর্ণতা অর্জন সম্ভবপর নহে। এগুলি যেসব আহ্‌কামকে পূর্ণতা দান করে, তদ্রূপ উহাদিগকে সহজও বানাইয়া দেয়। এতদ্বারা আপনি কোরআনের বর্ণনাভঙ্গীর সমাপ্তি-সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কোরআনের বিষয়বস্তু যেমন সর্বোৎকৃষ্ট, তদ্রূপ উহার সূচনা ও সমাপ্তি উভয়ই নযীরবিহীন। সাধারণতঃ সূরার উপসংহারে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়, সেগুলি সমস্ত সূরার নির্যাস, উহার আহ্‌কামকে পূর্ণতা দানকারী এবং সহজকারী হইয়া থাকে। ইহাতে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, হক্ তা'আলা আপন বান্দাদের প্রতি যারপরনাই মেহেরবান। আহ্‌কামকে সহজ করিতে পারে—এমন যেসব বিষয়বস্তু আছে, হক্ তা'আলা সেগুলি বাদ দেন নাই; বরং আহ্‌কাম বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে সহজ করার উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন।

ওহী এবং যাহা ওহী নহে—এতদুভয়ের মধ্যে ইহাই হইতেছে পার্থক্য। ওহী নহে—এরূপ কালামের মধ্যে এতসব সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা হয় না। কেননা, বক্তা যখন ওহীর অধিকারী নহে, তখন তাহার কথার আসল উৎস অর্থাৎ দৃষ্টি অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। ফলে তাহার কথায় সূক্ষ্ম বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টির বহু ত্রুটি থাকিবে। পক্ষান্তরে ওহীর অধিকারীর (পয়গম্বরের) দৃষ্টি সবকিছুর প্রতি ব্যাপক হইয়া থাকে। ফলে পয়গাম্বরের নিজস্ব কালাম হইতেও ওহীর সাহায্যে তাঁহার দৃষ্টি বিষয়বস্তুর প্রতিটি কোণে গভীরভাবে পরিব্যাপ্ত থাকে। তাঁহার কথায় কোন কঠিন বিষয় থাকিলে, তিনি উহা জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে সহজ করিয়া দেন। আর যদি ওহীর অধিকারী ব্যক্তি হুবহু ওহী বর্ণনা করেন, তবে উপরোক্ত গুণটি তাঁহার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায় বিদ্যমান থাকে। ওহীর অধিকারী নহে—এরূপ ব্যক্তি দৃষ্টির ত্রুটির কারণে প্রথমতঃ জানিতেই পারে না যে, তাঁহার কথায় কোন কঠিন বিষয় আছে কি না। জানিতে পারিলেও সে উহা সহজ করার সামর্থ্য রাখে না। ওহীর অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টি যেহেতু সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত, এই কারণে সে সবগুলি দিকের প্রতি খেয়াল রাখিয়াই কথা বলে। প্রথমতঃ তাহার কথার কোন দিক স্বয়ং কঠিন হয় না; কিন্তু কোন কারণে যেমন সম্বোধিত ব্যক্তি স্বাধীনভাবে চলাফেরায় অভ্যস্ত—বিধিনিষেধ আরোপ করিলে আতঙ্কিত হয়—এরূপ কারণে বাহ্যতঃ কোন দিক কঠিন হইলেও তিনি উহা সহজ

www.BANGLAKITAB.com

করার উপায় বলিয়া দেন। ওহীর অধিকারীর দুইটি অর্থ। (পূর্বেও এদিকে ইশারা করা হইয়াছে।) প্রথমতঃ, যে ওহী নাযিল করে অর্থাৎ, খোদাতা'আলা। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার উপর ওহী নাযিল হয় অর্থাৎ, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওহীর অধিকারী বলিয়া হক্ তাআলাকে বুঝানো হইলে তাঁহার দৃষ্টি যে সবকিছুকে বেষ্টনকারী তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ নবী বুঝানো হইলে তাঁহার দৃষ্টিও সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। এই বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণিত। দলীল এই যে, হযরত (দঃ) খোদার তরফ হইতে নুবুওত ও রেসালত পদ হিসাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা উপার্জন করা যায় না; বরং খোদার দান। দ্বীনগত পদের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি থাকিতে পারে না। হক্ তা'আলা যাহাকে এই শ্রেণীর পদে অলঙ্কৃত করেন, তাঁহাকে গুণ এবং বৈশিষ্ট্যও পরিপূর্ণভাবে দান করেন।

॥ নবীগণ নিষ্পাপ ॥

উদাহরণতঃ দুনিয়াতে কোন শাসনকর্তা যখন কাহাকেও কোন পদ দান করেন, তখন নিজ জানা মতে মনোনয়নে ত্রুটি করেন না। মনোনয়নকারী স্বয়ং খোদাতা'আলা হইলে এই মনোনয়নে কোনরূপ ত্রুটি থাকিতে পারে না। দুনিয়ার শাসকগণ নিজ জানামতে যদিও মনোনয়নে ত্রুটি না করে, কিন্তু তাহাদের মনোনয়নে ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু হক্ তা'আলার মনোনয়নে ত্রুটি বা ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই পয়গাম্বরগণ এল্‌ম ও আ'মল সকল দিক দিয়াই কামেল হইয়া থাকেন। হক্কানী আলেমগণ এই কারণেই নবীদিগকে নিষ্পাপ আখ্যা দিয়াছেন। আ'মলের পূর্ণতা হইল ইহার উদ্দেশ্য। যদি নবী নিষ্পাপ না হইল এবং তাঁহার দ্বারা গোনাহ্‌র কাজ হওয়া সম্ভব হয়, তবে ইহার অর্থ হইবে তাঁহার আ'মল অসম্পূর্ণ। কোন কাজ খোদাতা'আলার সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে হইতে না পারাই আ'মলের পূর্ণতা। নবীর পক্ষে এই পূর্ণতা অর্জন একান্তই জরূরী। কেননা, হক্ তা'আলা তাঁহাকে একটি পদ দান করিয়াছেন। পদ দান করার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য।

প্রথমতঃ, যাহাকে পদ দান করা হয়, তাহার মধ্যে উহার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, যাহাতে সে উহার দায়িত্ব সুন্দররূপে পালন করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে পদ দানকারীর সম্পূর্ণ অনুগত ও তাবেদার হইতে হইবে।

উদাহরণতঃ বাদশাহ কোন ব্যক্তিকে গভর্ণর (প্রতিনিধি) বানাইয়া পাঠাইলে তাহার মধ্যে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। প্রথমতঃ, তাহার মধ্যে রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানের সর্বোত্তম ক্ষমতা আছে কি না। দ্বিতীয়তঃ, সে পুরাপুরিভাবে সরকারের অনুগত কি না। বিরুদ্ধাচরণ কিংবা বিদ্রোহের নামগন্ধও তাহার মধ্যে থাকিতে পারিবে না। যে ব্যক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্রও বিরুদ্ধাচরণ কিংবা বিদ্রোহ

www.BANGLAKITAB.com

কিংবা বিদ্রোহের নামগন্ধ থাকে, কোন বাদশাহ তাহাকে পদ দান করে না। অতএব, কেহ গভর্ণরের মধ্যে রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানের ব্যাপারে যোগ্যতার অভাব আছে বলিয়া মন্তব্য করিলে কিংবা তাহার আনুগত্যের ব্যাপারে প্রতিবাদ করিলে প্রকৃতপক্ষে এই মন্তব্য ও প্রতিবাদ বাদশাহের বিরুদ্ধেই হইবে। কেননা, বাদশাহ্‌ই তাহাকে এই পদ দান করিয়াছেন। কাজেই প্রতিবাদের সারমর্ম এই হইবে যে, বাদশাহ জনৈক অযোগ্য ব্যক্তিকে কিংবা সরকারবিরোধী ব্যক্তিকে গভর্ণর বানাইয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রতিবাদকারী ব্যক্তিকে বাদশাহের অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে। তবে গভর্ণরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে তাহা কখনও কখনও ন্যায় সঙ্গত হওয়াও সম্ভাবনা আছে। কেননা, দুনিয়ার বাদশাহদের দৃষ্টি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিতে পারে না। কাজেই তাহাদের মনোনয়ন ভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু খোদা তা'আলার বিরুদ্ধে এহেন প্রতিবাদ করার মোটেই অবকাশ নাই। অতএব, খোদা তা'আলার আপন মনোনয়নের মাধ্যমে যাহাকে কোন পদ দান করেন, তাহার মধ্যে ঐ পদের পুরাপুরি যোগ্যতা এবং খোদা তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকা একান্তই অপরিহার্য।

এতএব, বুঝা গেল যে, পয়গাম্বরগণকে যে সব পদ দান করা হয় উহাতে তাঁহারা এল্‌ম তথা জ্ঞানের দিক দিয়া কামেল হইয়া থাকেন। আর যেহেতু খোদা তা'আলা আপন মনোনয়ন দ্বারা তাঁহাদিগকে পদ দান করেন, ফলে তাঁহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ বা নাফরমানীর নামগন্ধ থাকিতে পারে না। এই কারণে তাঁহারা আ'মলের দিক দিয়াও কামেল হইয়া থাকেন। নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ ইহাই। অতএব, কোন ব্যক্তি পয়গাম্বরদের এল্‌ম ও আ'মলের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবাদ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহা খোদা তা'আলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইবে। কাজেই নবী হওয়ার পর হকতা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করা একেবারেই অসম্ভব। এই আলোচনার মাধ্যমে বুঝা গেল যে, নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার কথা শুধু কোরআন ও হাদীস হইতেই জানা যায় না; বরং যুক্তির মাধ্যমেও ইহার সারবত্তা অনুধাবন করা যায়।

তাছাড়া পয়গাম্বরদের এল্‌ম তথা জ্ঞানেও কোনরূপ ত্রুটি সম্ভপর নহে; বরং এই পদের জন্য যেসব জ্ঞান জরূরী, উহাতে তাঁহারা কামেল হইয়া থাকেন। কেননা, যাহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পদের যোগ্যতা নাই, হকতা'আলা তাহাকে পদ দান করেন না। যোগ্যতার অর্থই এই যে, এই পদের জন্য যে সব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকা।

হাঁ, এই পদ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা জরূরী নহে। কেননা, তহ্‌শীলদার ব্যক্তির পক্ষে ঐসব জ্ঞানেরই প্রয়োজন, যাহা তহ্‌শীলদারীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়, অর্থাৎ আইন-কানুন জানা। তদ্রূপ কাহাকেও চিকিৎসক বানাইলে,

www.BANGLAKITAB.com

তাহাকে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিষয় অর্থাৎ রোগ ও সুস্থতা সম্বন্ধে জ্ঞানী হইতে হইবে। তদ্রূপ পয়গাম্বরদের পক্ষে নুবুওত সম্বন্ধীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া জরূরী। বান্দার ভাল-মন্দের প্রতি ব্যাপক দৃষ্টি থাকা এইসব জ্ঞানের অন্যতম। এই কারণে 'ওহীর অধিকারী' বলিয়া নবী বুঝানো হইলে তাঁহার দৃষ্টিও বান্দার ভাল-মন্দের প্রতি ব্যাপক ভাবে বিরাজমান থাকা প্রয়োজন, কেননা, বিনা কায়ক্লেশে খোদাতা'আলা তাঁহাকে নুবুওতের পদ দান করিয়াছেন। ইহার সরাসরি সম্পর্ক হইল বান্দার ভাল-মন্দের সহিত। মোটকথা, প্রমাণিত হইল যে, ওহীর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সবগুলি দিকের প্রতি পুরাপুরি খেয়াল রাখা হয়। এই কারণেই কোরআন শরীফে প্রত্যেক দিকের প্রতি এমন খেয়াল রাখা হইয়াছে যে, অন্য কোন কালামে তদ্রূপ নাই।

॥ খোদার কালামের পারস্পরিক সম্বন্ধ ॥

কোরআনে শুধু আইনের ঘর পূর্ণ করা হয় নাই। এই বিষয়টি আপনি এইভাবে সহজে বুঝিবেন যে, সরকারী কর্মচারী দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার কর্মচারী শুধু আইনের পাবন্দী করে। আইনগতভাবে তাহাদের যিম্মায় যেসব কাজ ন্যস্ত থাকে, তাহারা শুধু উহাই সম্পাদন করে এবং আইনানুযায়ী জনসাধারণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া দেয়। কঠিন বিধিনিষেধগুলি কানূন হইতে বাদ দেওয়া কিংবা সেগুলি সহজ করার উপায় বলিয়া দেওয়া তাহাদের পক্ষে মোটেই জরূরী নহে। দ্বিতীয় প্রকার কর্মচারীরা জনসাধারণের প্রতি মহব্বত রাখে। তাহারা জনগণকে আরাম ও শান্তি দিতে চায়। তাহারা যথাসম্ভব কানুনের মধ্যে কোন কঠিন বিধিনিষেধ প্রবিষ্ট হইতে দেয় না। কোন বিশেষ উপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোন কঠিন বিধি-নিষেধ রাখিলেও তাহা সহজ করার উপায়ও জনসাধারণকে বলিয়া দেয়। ইহা করিতে যাইয়া তাহাদের কষ্টও হয়; কিন্তু ইহা দয়াভিত্তিক কাজ। জনগণের প্রতি যাহাদের অন্তরে দয়া আছে, তাহারাই শুধু এইসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারে।

আরও একটি উদাহরণ বুঝুন। ওস্তাদ এবং পিতা উভয়েই উপদেশ দেয়, কিন্তু পিতার উপদেশ অন্যান্য লোকের উপদেশ হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। ওস্তাদ শুধু আইনের ঘর পূর্ণ করে, কিন্তু পিতা তাহা পারে না। সে উপদেশ দিতে যাইয়া লক্ষ্য রাখে যে, পুত্রকে এমন ভাষা ও ভঙ্গীতে উপদেশ দিতে হইবে—যাহাতে উহা তাহার অন্তরে স্থায়ী আসন পাতিয়া লয়। কেননা, পুত্রের সংশোধন হউক এবং উহাতে কোনরূপ ত্রুটি না থাকুক—পিতা আন্তরিকভাবে তাহা কামনা করে। পিতা পুত্রকে কোন কঠিন কাজ করিতে বলিলেও এমন পন্থা অবলম্বন করে যাহাতে পুত্রের পক্ষে কাজ করা সহজ হইয়া যায়। এইসব ভাল-মন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখার একমাত্র কারণ

www.BANGLAKITAB.com

হইল স্নেহ বা দয়ার্দ্রতা। স্নেহ থাকিলেই সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা যায়। এই কারণেই উপদেশ দেওয়ার সময় পিতার উক্তিসমূহ মাঝে মাঝে পারস্পরিক সম্বন্ধহীন ও এলোমেলো হইয়া যায়।

উদাহরণতঃ পিতা পুত্রকে খাদ্যরত অবস্থায় উপদেশ দিতেছে এবং তাহাকে কু-সংসর্গে চলাফিরা করিতে নিষেধ করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিতেছে। ইতিমধ্যে সে দেখিতে পাইল যে, পুত্র একটি বড় লোক্‌মা মুখে পুরিতে উদ্যত হইয়াছে। এমতাবস্থায় সে তৎক্ষণাৎ আগের উপদেশ বাদ দিয়া এইরূপ বলিতে বাধ্য হইবে যে, একি কাণ্ড! কখনও বড় লোক্‌মা লইতে নাই। এরপর সে আবার পূর্বের উপদেশে ফিরিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি মহব্বত সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নহে, সে এইস্থলে বলিবে যে, এ কেমন এলোমেলো উক্তি! কু-সংসর্গের আলোচনার সহিত লোক্‌মার কি সম্বন্ধ? কিন্তু যে ব্যক্তি কাহারও বাপ হইয়াছে, সে জানে যে, এই এলোমেলো উক্তি সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জস উক্তি হইতে অনেক উত্তম। মহব্বত ইহাই চায় যে, এক কথা বলিতে যাইয়া অন্য কথার প্রয়োজন দেখা দিলে পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মধ্যস্থলে অন্য কথা বলিয়া আবার পূর্ব কথায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত।

এই কারণেই খোদা তা'আলার কালাম কোথাও বাহ্যতঃ পারস্পরিক সম্বন্ধহীন মনে হইয়া থাকে। এই বাহ্যিক সম্বন্ধহীনতার একমাত্র কারণ হইল দয়ার্দ্রতা ও মহব্বত। হক তা'আলা বচন লেখকদের মত কথা বলেন না। লেখকরা লক্ষ্য রাখে যে, এক বিষয়ে আলোচনা শুরু হইলে মধ্যস্থলে অন্য বিষয় যেন প্রবিষ্ট না হয়। হক তা'আলা একটি বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া যদি মধ্যস্থলে অন্য বিষয় সতর্ক করার প্রয়োজন দেখেন, তবে মহব্বতের কারণে মধ্যস্থলেই সে বিষয়েও সতর্ক করিয়া দেন। এরপর আবার পূর্বের কথা বর্ণনা করেন।

এ প্রসঙ্গে একখানি আয়াত মনে পড়িল। আয়াতখানি পূর্বাপর সম্বন্ধহীন বলিয়া অনেকেই আপত্তি তুলিয়াছে। সূরায়ে ক্বিয়ামায় হক তা'আলা ক্বিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তখন মানুষ খুবই পেরেশান হইবে এবং পলায়নের পথ খুঁজিতে থাকিবে। আপন আপন আ'মল জানিতে পারিবে। সে দিন মানুষকে তাহার পূর্বাপর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম হাতেনাতে দেখানো হইবে। এরপর হক তা'আলা বলেন: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ অর্থাৎ, (শুধু দেখাইলেই মানুষ তাহার আ'মল সম্বন্ধে জ্ঞাত হইবে না; বরং সে দিন) মানুষ নিজ (অবস্থা ও আমল) সম্বন্ধে খুব ওয়াকিফহাল হইবে। (কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ অবশ্যই উদঘাটিত হইবে) যদিও মানুষ (আপন স্বভাব অনুযায়ী) শত বাহানা উপস্থিত করে।' যেমন কাফেরেরা বলিবে, খোদার কসম আমরা দুনিয়াতে মুশ্‌রিক ছিলাম না। কিন্তু মনে মনে তাহারাও জানিবে যে, তাহারা মিথ্যাবাদী। মোটকথা,

www.BANGLAKITAB.com

কিয়ামতের দিন মানুষ আপন অবস্থা সম্বন্ধে খুবই জ্ঞাত হইবে। কাজেই আ'মলসমূহ সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেখানোর উদ্দেশ্য হইবে, নিরুত্তর করিয়া দেওয়া, প্রমাণ বাস্তবায়িত করা এবং ধমকি দেওয়া—স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নহে। এ পর্যন্ত আয়াতে কিয়ামতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এরপর হক তা'আলা বলেন ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ○

অর্থাৎ, হক তা'আলা হুযুর (দঃ)কে বলেন, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাহা দ্রুত মুখস্থ করার নিমিত্ত আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করিবেন না। আপনার অন্তরে কোরআন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া এবং মুখে পাঠ করানো আমার দায়িত্ব। কাজেই যখন আমি কোরআন নাযিল করি, তখন ফেরেশ্‌তার পাঠ অনুসরণ করুন। আপনি কোরআনের অর্থ বুঝাইয়া দিবেন—ইহাও আমার কাজ। এরপর কিয়ামতের বিষয়বস্তু বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ - অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া রহিয়াছ এবং আখেরাতকে পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছ।' আবার বলেন ঃ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'ঐ দিন কিছু সংখ্যক মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইবে। তাহারা আপন প্রতিপালককে দেখিতে থাকিবে।'

অতএব, দেখা গেল যে, لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ আয়াতখানির পূর্বেও কিয়ামতের বর্ণনা এবং পরেও কিয়ামতেরই বর্ণনা। মধ্যস্থলে বলা হইয়াছে যে, কোরআন পাঠ করার সময় তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে জিহ্বা সঞ্চালন করিবেন না। এই স্থলের পূর্বাপর সম্বন্ধ বর্ণনা করিতে যাইয়া অনেকেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বহু ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন; কিন্তু সবগুলি ব্যাখ্যাই জবরদস্তিতে পূর্ণ। কেহ চমৎকার বলিয়াছেন ঃ

کلا میکہ محتاج معنی باشد لا یعنی ست

(কালামে কেহ্ মুহতাজে মা'না বাশাদ লা-ইয়ানীস্ত)

'যে উক্তি ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী, তাহা নিরর্থক বটে।'

হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে হক তা'আলার সম্পর্কের কথা যে ব্যক্তি জানে, সে কিয়ামতের বর্ণনার মধ্যস্থলে উপরোক্ত আলোচনার যথার্থতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বুঝিতে পারে। বন্ধুগণ, পিতা যেমন পুত্রকে খাদ্যরত অবস্থায় কু-সংসর্গে চলিতে নিষেধ করিতেছিল এবং কু-সংসর্গের কুফল বর্ণনা করিতেছিল; কিন্তু মধ্যস্থলে পুত্রকে বড় লোক্‌মা লইতে দেখিয়া শাসাইয়া বলিয়াছিল যে, বড় লোক্‌মা লওয়া অন্যায়, তেমনি হক তা'আলাও আয়াতে হযরত (দঃ)-কে এমনিভাবে উপদেশ দিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

বাহ্যতঃ লোক্‌মার আলোচনা একেবারেই পূর্বাপর সম্বন্ধহীন ; কিন্তু যে পিতা হইয়াছে সে ভালভাবেই জানে যে, উপদেশের মধ্যস্থলে লোক্‌মার কথা বলার কারণ হইল এই যে, ছেলেকে বড় লোক্‌মা লইতে দেখিয়া পিতা মহব্বতের আতিশয্যে মধ্যস্থলেই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। আয়াতেও হক তা'আলা কিয়ামতের আলোচনা করিতেছিলেন ; কিন্তু হুযুর (দঃ) মনে করিলেন যে, আয়াতগুলি যাহাতে ভুলিয়া না যাই ; তজ্জন্য এগুলি তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিয়া লই। এই কারণে খোদা তা'আলা মহব্বতের আতিশয্যে মধ্যস্থলেই বলিয়া দিলেন যে, আপনি মুখস্থ করার জন্য চিন্তা করিবেন না। আমিই ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া শুনিতে থাকুন। কোরআন শরীফ আপনাআপনি আপনার অন্তরে সংরক্ষিত হইয়া যাইবে। অতএব, বুঝা গেল যে, এই বিষয়টি মধ্যস্থলে বর্ণনা করার একমাত্র কারণ হইল মহব্বতের আতিশয্য। তদনুযায়ী এখানে মোটেই পূর্বাপর সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা বহু সম্বন্ধ হইতে উত্তম ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও এস্থলে একটি স্বতন্ত্র সম্বন্ধও রহিয়াছে। যেস্থলে সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই, সেখানেও সম্বন্ধ থাকা খোদা তা'আলার কালামেরই অলৌকিক ক্ষমতা বটে। কোরআনের পূর্বাপর সম্বন্ধ সম্পর্কে যেসব পুস্তিকা রচিত হইয়াছে সেগুলি পাঠ করিলে এই আয়াতের পূর্বাপর সম্বন্ধ জানা যাইবে। আমি নিজেও একখানি স্বরচিত আরবী পুস্তিকায় এবং স্বরচিত উর্দু তফ্‌সীরে এ আয়াতের পূর্বাপর সম্বন্ধ বর্ণনা করিয়াছি। যাহা একটি অতিরিক্ত অনুগ্রহ স্বরূপ, নতুবা এই আয়াতে সম্বন্ধের কোন প্রয়োজনই ছিল না। (১)

এ প্রসঙ্গে কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, যখন সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই, তখন বর্ণিত সবগুলি সম্বন্ধই মনগড়া। সুতরাং ইহাদের প্রয়োজন কি ? (কেননা, পূর্বোল্লেখিত আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে যে, মহব্বতের আতিশয্য

---

(১) 'সবকুল গায়াত' নামক পুস্তিকায় পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত আয়াতের সম্বন্ধ প্রথমতঃ উহাই বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা এখানে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ মহব্বতের আতিশয্যে হুযুর (দঃ)-কে মধ্যস্থলেই জিহ্বা সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, সম্ভবতঃ তখন তিনি নিজেও পাঠ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সম্বন্ধটি কাফাল হইতে নকল করতঃ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই যে, لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ হুযুর (দঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয় নাই ; বরং কিয়ামতের দিন মানুষকে ইহা বলা হইবে যে, আমলনামা পাঠে এত তাড়াতাড়ি করিও না। আমি তোমার সকল আ'মলই একে একে বলিয়া দিতেছি। তুমি শুধু দেখিতে থাক এবং আমার বক্তব্য শুনিতে থাক। তফ্‌সীরে যে সম্বন্ধটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ আয়াতে হুযুর (দঃ)কেই সম্বোধন করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী আয়াত হইতে জানা গিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তাহার *

www.BANGLAKITAB.com

হইলে পূর্বাপর সম্পর্কের কোন প্রয়োজন হয় না ; বরং সম্বোধিত ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী কথা বলিতে হয়। সম্বন্ধ হউক বা না হউক। কোরআনের বর্ণনাভঙ্গীও এবম্বিধ। অতএব, কোরআনের আয়াত সমূহে যেসব সম্বন্ধ বর্ণনা করা হইবে, তাহা মনগড়া না হইয়া পারে না। কেননা, বক্তা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোনরূপ সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্যই রাখেন নাই।) এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যদিও কোরআনে রচনার ভঙ্গী অবলম্বন করা হয় নাই বরং মহব্বতের ভঙ্গী অবলম্বিত হইয়াছে, তাসত্ত্বেও পূর্বাপর সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কাজেই তফ্‌সীকারদের বর্ণিত সম্বন্ধসমূহ মনগড়া নহে।

কোরআনে সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখার দলীল এই যে, হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোরআন নাযিল হওয়ার যে ধারাবাহিকতা ছিল, তাহা বর্তমানের কোরআন তেলাওয়াতের ধারাবাহিকতা হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ, ঘটনা পরম্পরায় কোরআন নাযিল হইয়াছে। যখনই কোন ঘটনা সংঘঠিত হইয়াছে, তখনই সেই অনুযায়ী একটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘটনার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। কাজেই নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা ঘটনা পরম্পরার সহিত সম্পৃক্ত। পরবর্তীকালে তেলাওয়াতের মধ্যেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকিলে বাস্তবিকই সম্বন্ধ বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তেলাওয়াতের ধারাবাহিকতা স্বয়ং হক তা'আলা বদলাইয়া দিয়াছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, কোন ঘটনা সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হইত, তখনই জিব্‌রায়ীল (আঃ) খোদার নির্দেশে হুযূর (দঃ)কে বলিতেন যে, এই আয়াত যেমন উদাহরণত সূরায়ে বাকারার অমুক আয়াতের পর স্থাপন করুন এই আয়াত অমুক আয়াতের পর এবং এই আয়াত অমুক সূরার অমুক আয়াতের পর। অতএব, বুঝা গেল যে, বর্তমান কোরআনের ধারাবাহিকতা নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা হইতে ভিন্ন। হক তা'আলাই এই ধারাবাহিকতা

---

* আ'মল সম্বন্ধে জ্ঞাত করানো হইবে। আ'মল বলিয়া দিলেই মানুষ তাহা জানিতে পারিবে—শুধু তাহাই নহে ; বরং মানুষ নিজেও তাহার নফসের অবস্থাদি সম্বন্ধে খুব ওয়াকিফহাল হইবে। ইহা হইতে দুইটি বিষয়বস্তু জানা গেল। ১। আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত এবং ২। হক তা'আলার রীতি এই যে, কোন হেকমত বশতঃ তিনি মাঝে মাঝে সৃষ্ট জীবের মস্তিষ্কে বহু বিস্মৃত জ্ঞান হঠাৎ উপস্থিত করিয়া দেন—যদিও এইসব বিস্মৃত জ্ঞান হঠাৎ মস্তিষ্কে উপস্থিত হইয়া যাওয়া সাধারণ নিয়মের খেলাফ। কিয়ামতের দিন এইরূপ করা হইবে। এমতাবস্থায় ওহী নাযিল হওয়ার সময় আপনি তাহা স্মরণ রাখার চিন্তা করেন কেন ? আপনি বরং নিশ্চিত হইয়া ওহী শুনিতে থাকুন। আমি কোরআন আপনার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব এবং আপনি যখনই কোরআন পড়িতে চাহিবেন, তখনই আপনার মুখ দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া দিব।

www.BANGLAKITAB.com

রাখিয়াছেন। অতএব, যে আয়াতকে অন্য আয়াতের সহিত মিলানো হইয়াছে, উভয়টির মধ্যে কোন না কোন সম্পর্ক অবশ্যই আছে। কেননা, এরূপ না হইলে নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করা একেবারেই নিরর্থক হইবে। কাজেই কোরআন বিস্ময়কর ও নযীরবিহীন কালাম বটে! পূর্বাপর সম্বন্ধের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ইহাতে পুরাপুরি সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। এই দলীলের উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা খোদার কালামে স্বতন্ত্র সম্বন্ধের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি। যদি কোন সম্বন্ধ নাও থাকিত, তবুও কোরআন সম্বন্ধে আপত্তি তোলার অবকাশ ছিল না। কারণ, তখন আমরা এই উত্তর দিতে পারিতাম যে, কোরআনে রচনার ভঙ্গী অবলম্বন করা হয় নাই; বরং মহব্বতের সহিত উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গী অবলম্বিত হইয়াছে।

॥ কোরআনের বর্ণনাভঙ্গী ॥

এই প্রকার বর্ণনাভঙ্গীতে সম্বোধিত ব্যক্তির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কথা বলা হয়। ইহার সম্বন্ধহীনতা অনেক সম্বন্ধপূর্ণ কথা হইতে উত্তম হইয়া থাকে। এই মহব্বতের কারণেই কোরআনের প্রত্যেকটি শিক্ষাই কামেল বা সম্পূর্ণ। ইহাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রত্যেকটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। এই কারণেই হক তা'আলা প্রত্যেকটি সূরায় অনেকগুলি আহ্‌কাম বর্ণনা করিয়া পরিশেষে এমন কথা বলিয়া দেন—যাহা সবগুলিকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখে এবং যাহা আ'মলে আনিলে সমস্ত আহ্‌কাম সহজ হইয়া যায়। সেমতে সূরায়ে-আলে এমরানে বিভিন্ন অধ্যায়ের আহ্‌কাম বর্ণনা করার পর কথা শেষ করিয়া দেন নাই; বরং পরিশেষে সর্বমোট হিসাবে এমন একটি কথা বলিয়া দিয়াছেন যাহা সবগুলিকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছে।

ইহা বিস্তারিত হিসাবের পর মোট ফলের ন্যায়। বিস্তারিত হিসাবের পর যদিও মোট বাহির করার প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু মোট বাহির করিয়া দিলে সম্পূর্ণ বিষয়টি এক প্রকারে আয়ত্তাধীনে চলিয়া আসে। কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব স্মরণ রাখা কঠিন; কিন্তু মোট স্মরণ রাখা কঠিন নহে।

তদ্রূপ সূরা আলে-এমরানের এই শেষ আয়াত পূর্ণ সূরার মোট স্বরূপ। ইহাতে সংক্ষেপে সূরায় সমস্ত আহ্‌কাম সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু দেখিতে দুই তিনটি কথা মাত্র। এই দুই তিনটি কথার উপর আ'মল করা খুবই সহজ। খোদাতা'আলা সকল স্থানেই এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখিয়াছেন। কোরআন ব্যতীত অন্য কোন কালামেই এইরূপ বর্ণনা-ভঙ্গী বিদ্যমান নাই।

ইহা এরূপ, যেমন মেহেরবান পিতা বিস্তারিত উপদেশ দানের পর পরিশেষে একটি সূক্ষ্ম নীতি বলিয়া দেন। মহব্বত হইতেই ইহার উৎপত্তি। পিতা মনে করে

www.BANGLAKITAB.com

যে, ছেলে হয়তো সমস্ত কথা স্মরণ রাখিতে পারিবে না কিংবা এতগুলি কথা শুনিয়া ঘাব্‌ড়াইয়া যাইবে। তাই শেষে একটি সূক্ষ্ম পয়েন্ট বলিয়া দেয় যে, ইহা স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্যকে মহব্বত শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, তাঁহার কালামে মহব্বতের প্রতি পুরাপুরি লক্ষ্য রাখা হইবে না কেন?

মোটকথা, সূরার এই শেষ আয়াতে ঐ কথাই বর্ণিত হইয়াছে যাহা পূর্ণ সূরায় উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে কোনরূপ দ্ব্যর্থ বোধকতা নাই যে, ইহার সঠিক অর্থ বুঝা যাইবে না; বরং পূর্ণ সূরার বিষয়বস্তু এই আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখিত হইয়াছে। (অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে 'ইজায' বলা হইয়া থাকে।) অর্থাৎ, অল্প কয়েক শব্দ দ্বারা একটি বড় বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা বিস্তারিত বর্ণনাটি বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাকে 'সংক্ষেপ' এই জন্য বলা হইয়াছে যে, এই আয়াতে এক প্রকার সমষ্টিগত অর্থ (كلية) রহিয়াছে। সমষ্টি (كلية)-এর মধ্যে যদিও সমস্ত جزئى উহার অন্তর্ভুক্ত থাকে; কিন্তু তাহা সংক্ষিপ্তভাবে থাকে --বিস্তারিতভাবে নহে।

ইহার একটি উদাহরণ বুঝুন। কেহ হুযুর (দঃ)-এর নিকট আরয করিল:

ان شرائع الاسلام قد كثرت على فقل لى قولا احفظه و اخذبه (او كما قال)

'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি দেখিতেছি যে, ইসলামের আহ্‌কাম অনেক বেশী। অতএব, আমাকে এমন একটি কথা বলিয়া দিন—যাহা আমি স্মরণ করিয়া তদনুযায়ী আ'মল করিতে পারি। হুযুর (দঃ) বলিলেন: قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ, তুমি বল যে, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। এরপর স্থির ও অটল হইয়া থাক।' হুযুর (দঃ) এই একটিমাত্র বাক্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত শরীয়ত বলিয়া দিয়াছেন। অথচ প্রশ্নকারী শরীয়তের প্রথম ভাগ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করে নাই। অতএব, হুযুর (দঃ) امنت بالله বাক্যাংশের মধ্যে সংক্ষেপে সমস্ত বিশ্বাস মূলক বিষয়সমূহ বলিয়া দিয়াছেন। এরপর ثُمَّ اسْتَقِمْ বাক্যাংশের মধ্যে আমল-সমূহে স্থৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, লেনদেন, সামাজিকতা ইত্যাদি সমস্তই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (কেননা, স্থিরতা ও সমতা শরীয়তের আ'মলসমূহের বিশেষ গুণ। এগুলি লংঘন করিলে আ'মলে সমতা থাকিবে না।) সবস্থানেই এবং সব আ'মলেই স্থিরতার প্রয়োজন। (এভাবে হুযুর (দঃ) প্রশ্নকারীকে এমন কথা বলিয়া দিয়াছেন—যদ্দ্বারা সে প্রত্যেক আ'মলের জায়েয ও না-জায়েয সম্বন্ধে জানিতে পারিবে। যে আ'মলে স্থিরতা ও সমতা দেখিবে, উহা শরীয়তের আ'মল বলিয়া পরিগনিত হইবে এবং যেখানে এই বৈশিষ্ট্য থাকিবে না উহা শরীয়ত-বহির্ভূত বিষয় বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।)

প্রশ্নকারীর উক্তির এইরূপ অর্থ হইতে পারে না যে, হুযুর, আমাকে এমন কথা বলিয়া দিন যে, আমি সব আহ্‌কাম ভুলিয়া গিয়া কেবল উহাই স্মরণ রাখিব; বরং

www.BANGLAKITAB.com

তাহার উক্তির সঠিক অর্থ এই যে, আমাকে এমন একটি কথা বলিয়া দিন যে, আমি শরীয়তের সমস্ত কাজকর্মে উহার প্রতি খেয়াল রাখিব এবং উহা দ্বারা কোন্ নির্দেশটি শরীয়তের এবং কোন্‌টি শরীয়তের নহে—তাহা জানিতে পারিব। হুযুর (দঃ) এই অর্থ অনুযায়ীই এমন একটি কথা বলিয়া দিয়াছেন—যাহা শরীয়তের মূল্ আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ খোদার মহত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং কাজে-কর্মে ও হালে অটল থাকে।

ইহা জানা কথা যে, যে কোন শাস্ত্রের মওযূ তথা আলোচ্য বিষয় জানা হইয়া গেলে ঐ শাস্ত্রের বিষয়বস্তুসমূহ অন্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তুসমূহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় জানিয়া ফেলে, সে যেন সংক্ষেপে ঐ শাস্ত্রের সমস্ত বিষয়বস্তু জানিয়া ফেলে। কেননা, এরপর যেকোন বিষয়বস্তু তাহার সম্মুখে আসিবে, সে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহা এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু কি না।

এই কারণে প্রত্যেক শাস্ত্রেই আলোচ্যবিষয় নির্ধারিত করা হয়। উদাহরণতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে বহু সংখ্যক বিক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু রহিয়াছে। এগুলি আয়ত্তে আনা সুকঠিন। যাবতীয় মাসায়েল মুখস্থ করিলেও সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় পার্থক্য করা কঠিন যে, কোন্ বিষয়টি চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং কোন্‌টি নহে। উদাহরণতঃ এতটুকু উচ্চ দালানের ভিত্তি কি পরিমাণ গভীর ও প্রশস্ত হওয়া দরকার—এই বিষয়টি চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কি না, তাহা শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়বস্তু পড়িয়া লইলেই জানা যাইবে না। কেননা, কিতাবাদিতে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণিত হয় নাই—ইহা সম্ভবও নহে। অতএব, যে সব খুঁটিনাটি বিষয় কিতাবে বর্ণিত হয় নাই কিংবা আমরা স্মরণ রাখিতে পারি নাই, সেগুলি চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত কি না, তাহা আমরা কিরূপে জানিতে পারিব? ইহা জানার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি আলোচ্য বিষয় ঠিক করিয়াছেন। তাহা এই যে ঃ

بدن الانسان من حيث الصحة والمرض

'অর্থাৎ রোগ ও সুস্থতার দিক দিয়া মানব দেহ হইল চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।' এই আলোচ্য বিষয়টি জানা হইয়া গেলে চিকিৎসা শাস্ত্রের যাবতীয় বিষয়বস্তু অন্যান্য বিষয়বস্তু হইতে পৃথক হইয়া যাইবে।

এরপর যদি কেহ শুনে যে, বনফ্‌শা (এক প্রকার ঔষধের উপাদান) সর্দিতে উপকার করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলিবে যে, এই বিষয়বস্তুটি চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে যদি শুনে যে, এতটুকু গভীর ভিত হইলে এই পরিমাণ উচ্চ দালান নির্মাণ করা যায়, তবে শোনামাত্রই বুঝিয়া ফেলিবে যে, ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়বস্তু নহে। তদ্রূপ যদি শুনে যে, মানব দেহ অনিত্য, তবে বুঝিয়া ফেলিবে যে, ইহাও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয় নহে। কারণ ইহাতে যদিও মানব দেহের একটি

www.BANGLAKITAB.com

অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু রোগ ও সুস্থতার সহিত এই অবস্থাটির কোন সম্পর্ক নাই। মানব দেহ যে কোন অবস্থাতেই চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নহে; বরং শুধু সুস্থতা ও রোগের পরিপ্রেক্ষিতেই। মোটকথা, যে ব্যক্তির আলোচ্য বিষয় জানা থাকিবে, সে এই সব বিষয়েই উহার প্রতি খেয়াল রাখিবে।

আলোচ্য হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) প্রশ্নকারীকে শরীয়তের আলোচ্য বিষয় বলিয়া দিয়াছেন। ইহা স্মরণ থাকিলে শরীয়তের সমস্ত বিষয়বস্তুই সংক্ষেপে তাহার স্মরণ থাকিবে। ফলে সে প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই জানিতে পারিবে যে, শরীয়তের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে কি না। কেননা, সে সব বিষয়েই আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

তেমনি হক তা'আলাও সূরায়ে আলে-এমরানের সমস্ত আহ্কাম বর্ণনা করার পর পরিশেষে একটি সূক্ষ্ম পয়েন্ট বলিয়া দিয়াছেন। ইহা যেন সমস্ত সূরার আলোচ্য বিষয়। সবগুলি আহ্কামের সহিত ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে। হক তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

'হে বিশ্বাসীগণ,! (শরীয়তের আমলসমূহে) ধৈর্যধারণ কর। (যখন কাফেরদের সহিত মোকাবিলা হয়, তখন) মোকাবিলায় ছবর কর। (মোকাবিলার সম্ভাবনা থাকার সময়) মোকাবিলার জন্য সদা প্রস্তুত থাক এবং সর্বাবস্থায় খোদা-তা'আলাকে ভয় করিতে থাক। (শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করিও না।)—যাহাতে তোমরা পুরাপুরি কামিয়াব হইতে পার।' (এইসব আমল যত্ন সহকারে করিলে আখেরাতের কামিয়াবী সুনিশ্চিত। এমন কি, ইহার ফলে দুনিয়াতেও অধিকাংশ সময় কামিয়াবী হইয়া থাকে।)

এই আয়াতে যেসব কথা উল্লেখিত হইয়াছে, সূরার সমস্ত আহ্কামের সহিত ইহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে। এমন কি, আমি আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, শরীয়তের যাবতীয় আহ্কামের সহিতই ইহাদের নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমি আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে, জাগতিক জীবিকা নির্বাহের সমস্ত বিষয়ের সহিতও ইহাদের সম্পর্ক আছে। ঘটনাক্রমে এই বিষয়টিও আমার নিকট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে জাগতিক বিষয়াদির সহিত সম্পর্ক শরীয়তের লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয় হিসাবে নহে; বরং এই কারণে যে, শরীয়ত যেমন আমাদের আখেরাতের বিষয়সমূহে পূর্ণতা দান করে, তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বিষয়সমূহেও

www.BANGLAKITAB.com

পূর্ণতা দান করে। তাই শরীয়তের আহ্‌কাম এইভাবে নির্ধারিত করা হইয়াছে যে, উহা প্রকারান্তরে জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলকেও অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছে।

॥ জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিক্রিয়া ॥

আজকাল শরীয়তের নির্দেশসমূহে জাগতিক মঙ্গল বর্ণনাকারীরা তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদল মনে করে যে, দুনিয়ার মঙ্গলই আসল ও মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহার উপরই শরীয়তের নির্দেশাবলীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাহারা প্রথমে জাগতিক মঙ্গল লাভের প্রতি উৎসাহ দান করে। এরপর ইহার সমর্থনে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা করে। তাহাদের এই বক্তৃতা ভঙ্গী দেখিয়া অনেকেই ধোকায় পড়িয়া যায় যে, তাহারাও ধর্মের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু পরিণাম ও প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া তাহারা ধর্মকে মিটাইয়া দেওয়ার কারসাজিতে লিপ্ত রহিয়াছে।

আজকাল নিম্নরূপ বিষয়বস্তু প্রচুর পরিমাণে বক্তৃতায় ও পত্র পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায়ঃ পারস্পরিক একতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শরীয়তও ইহাকে খুবই গুরুত্ব দিয়াছে। এই কারণেই খোদা তা'আলা জমাতের সহিত পাঞ্জেগানা নামায পড়া ওয়াজেব করিয়াছেন—যাহাতে প্রতিটি মহল্লার মুসলমানগণ কমপক্ষে দিনে পাঁচবার একত্রে মেলামেশা করিতে পারে। এরপর সপ্তাহে একবার সমস্ত এলাকার লোকদিগকে একত্রিত করার জন্য জুমআর নামায ফরয করা হইয়াছে—যাহাতে এলাকার সমস্ত মুসলমান পরস্পরকে চিনিতে পারে এবং একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার সুযোগ পায়। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক মুসলমান শহর হইতে দূরে বসবাস করে। তাহাদিগকে একত্রিত করার জন্য দুই ঈদের নামাযের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—যাহাতে বৎসরে দুইবার করিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম্য মুসলমানদের সহিতও সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায়। এরপর বিশ্বের মুসলমানদিগকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে হজ্জব্রত নির্দিষ্ট করা হইয়াছে – যাহাতে সারাজীবনে কমপক্ষে একবার সকল এলাকার মুসলমানগণ একত্রিত হইয়া পারস্পরিক মত বিনিময় করিতে পারে।

আজকাল এই বিষয়বস্তুটি খুব গর্বের সহিত বর্ণনা করা হয়। অনেক সরল লোক এই ধরণের বক্তাদিগকে শরীয়তের রহস্যবিদ মনে করে আর ভাবে যে, ব্যস, এই ব্যক্তিই শরীঅতের রহস্য বুঝিতে পারিয়াছে। তাহারা পরস্পর বলাবলিও করে যে, দেখুন জ্ঞান ইহাকেই বলে। একটি কোরআন হাদীস ভিত্তিক বিষয়কে কিরূপে যুক্তির মানদণ্ডে খাড়া করিয়া দেখাইয়া দিলেন এবং শরীয়তের রহস্যকে যুগোপযোগী করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু খোদার কসম, ইহা আসলে এইরূপ ঃ

چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

(চুঁ নাদীদান্দ হাকীকত রাহ আফ্‌সানা যাদান্দ)

www.BANGLAKITAB.com

'যখন তাহারা আসল স্বরূপ দেখিতে পায় না, তখন কেচ্ছাকাহিনীর পথ ধরে।

ইহা কোন রহস্যও নহে এবং যে ইহা বুঝে তাহারও কোন বাহাদুরী নাই; বরং বক্তৃতা-ভঙ্গীটি হলাহলপূর্ণ। যে ইহা জানিতে পারিবে, তাহার বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে, এই ধরণের বক্তারা শরীয়তের রহস্য বর্ণনা করিয়া শরীয়ত-প্রীতি পরিচয় দিতেছে না; বরং শরীয়তের সহিত শত্রুতা করিতেছে। তাহারা ইসলামের রক্ষক নহে; বরং ইসলামের অজ্ঞান হিতাকাঙ্ক্ষী।

دوستی بے خرد چوں دشمنی ست

(দুস্তী বেখিরদ চুঁ দুশমনীস্ত)

"জ্ঞানশূন্য বন্ধুত্ব শত্রুতারই শামিল।"

উপরোক্ত বক্তৃতায় কি বিষ রহিয়াছে—এক্ষণে আমি তাহাই বর্ণনা করিব। উক্ত বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, একতাই আসল বস্তু। পাঞ্জেগানা নামাযের জমাআত, জুমুআ, দুই ঈদের নামায হজ্জ ইত্যাদি এই একতা সৃষ্টি করার অবলম্বন মাত্র। ইহাতে কোন কোন লোকের মধ্যে এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে যে, তাহারা শরীয়তের এইসব আহ্কামকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিবে না। কোন সময় অন্য কোন উপায়ে একতা অর্জন করা সম্ভবপর হইলে তাহারা খুব সহজেই জমাআত ও নামায উভয়টি ত্যাগ করিতে উদ্যত হইবে। কেননা, তাহাদের ধারণায় এইসব আহ্কাম একতা অর্জনের জন্যই নির্ধারিত হইয়াছিল। ক্লাবে এবং থিয়েটারে একত্রিত হইলেও এই একতা অর্জিত হইতে পারে। সেখানে আরও বেশী আরাম আছে। গা ভাসাইয়া আরাম-কেদারায় উপবেশন করা যায় এবং গদী বালিশ ইত্যাদিতে স্থান পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় তাহারা মস্জিদে আসিয়া ওযু, নামাযের কষ্ট কেন ভোগ করিবে? উপরোক্ত বক্তৃতার এই ক্ষতির দিকটি আজকাল প্রকাশ পাইতেছে।

জনৈক ব্যক্তির একটি উক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে বলে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওযুর প্রয়োজন ছিল—আজকাল নাই। কেননা, তখন আরবের বেদুইনগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত না। জঙ্গলে কাজ-কর্ম করার দরুন তাহারা ধূলায় রঞ্জিত হইয়া বাড়ী ফিরিত। কাজেই তাহাদিগকে ওযু করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আজকাল আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি। সর্বদাই মোজা এবং হাতমোজা পরিধান করিয়া থাকি। ফলে হাত-পায়ে ধূলা লাগিতে পারে না। অতএব, আমাদের পক্ষে ওযু করার প্রয়োজন নাই।

ইহা পূর্বোক্ত রহস্য বর্ণনা করারই পরিণাম। এখনই সকলেই এই প্রকার মঙ্গলকে আসল উদ্দেশ্য মনে করিতে শুরু করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তি যদি নামাযও ত্যাগ করিয়া বসে, তাহাও আশ্চর্যের বিষয় হইবে না। সে-ও বলিতে পারিবে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের প্রয়োজন ছিল। কেননা, অন্ধকার যুগ হওয়ার

www.BANGLAKITAB.com

দরুন তখন মানুষ যারপরনাই গর্বিত ও অবাধ্য ছিল। তাহাদিগকে সুসভ্য বানাইবার নিমিত্ত বিনয় ও নম্রতাবোধক নামায প্রবর্তন করা হইয়াছিল। আজকাল আমরা সুশিক্ষিত। শিক্ষার ফলে আমাদের মধ্যে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছে। এমতাবস্থায় নামাযের প্রয়োজন কি ?

তদ্রূপ জনৈক মুসলমান ব্যক্তি বিলাত হইতে আমার নিকট পত্র লিখে যে, কোরবানী শরীয়তের উদ্দেশ্য নহে। এক দিনে এতগুলি জন্তু যবেহ করা যে, মানুষ উহাদের গোশ্‌ত খাইয়া শেষ করিতে পারে না—সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ব্যাপার বৈ কিছুই নহে। কোরবানীর জন্তুর গোশ্‌ত খাইয়া শেষ করা যায় না বলিয়াই মক্কার মিনা নামক স্থানে কোরবানী করার পর জীবদিগকে মাঠের গর্তে ফেলিয়া দেয়। (১) সর্বনাশ, আজকাল খোদার উপরও যুক্তির রাজত্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আফ্‌সোস! আমি বলি, যদি বিচারক কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়, আর অপরাধী বলে যে, এই শাস্তি সম্পূর্ণ বিবেক-বহির্ভূত, তবে বিচারক তাহার কথা শুনিবে কি ? কখনই নহে; বরং সে পরিষ্কার বলিয়া দিবে যে, আইনের উপর তোমার বিবেকের রাজত্ব চলিবে না; বরং বিবেকের উপর আইনের রাজত্ব রহিয়াছে। বিচারকের এই উক্তি প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই স্বীকার করিবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজকালকার মুসলমান আপন বুদ্ধির উপর খোদায়ী আইনের রাজত্ব স্বীকার করে না; বরং তাহারা উহাকে আপন বুদ্ধির অধীন করিতে চায়। পত্রলেখকের উক্তি মানিয়া লইয়া এই উত্তর দেওয়া হইল, নতুবা খোদার কানূন পুরাপুরিই যুক্তিসঙ্গত। তবে শর্ত এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধি সুস্থ হইতে হইবে। প্রতেক ব্যক্তির আপন বুদ্ধি দ্বারা খোদায়ী আইনের রহস্য বুঝিয়া ফেলিবে—ইহা মোটেই জরূরী নহে। জিজ্ঞাসা করি, পার্লামেন্টের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেসব আইন পাশ করেন, যে কোন সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান কি উহাদের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে ? কখনই নহে; বরং উহাদের মঙ্গলামঙ্গল ও রহস্য বিশেষ শ্রেণীর অফিসারগণই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

---

(১) পত্রলেখকের মতে এত বেশী গোশ্‌ত খাইয়া শেষ করা যায় না। তাই কোরবানীর পর জন্তুগুলি গর্তে পুঁতিয়া ফেলা হয়। পুঁতিয়া ফেলার এই কারণটি নিতান্তই ভ্রান্তিপ্রসূত। কেননা, হজ্জের মওসুমে যেসব লোক তথায় জমায়েত হয়, তাহারা সকলেই মালদার হয় না এবং সকলেই কোরবানী করে না; বরং হাজীদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর। কাজেই আমরা দাবী করিয়া বলিতে পারি যে, মিনার কোরবানীর সমস্ত গোশ্‌ত হাজী এবং বুদ্দুদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে তাহা সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে না; বরং বহু লোকই বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। বস্তুতঃ ডাক্তারদের পরামর্শ ক্রমেই মিনায় কোরবানীর গোশ্‌ত গর্তে পুঁতিয়া ফেলা হয়। অতএব, যেসব ডাক্তারের পরামর্শক্রমে এরূপ করা হয়, তাহারাই এই অযৌক্তিক কাজের উত্তর দিতে বাধ্য।

www.BANGLAKITAB.com

এমতাবস্থায় খোদায়ী আইনের মঙ্গলামঙ্গল ও রহস্য প্রত্যেকে আপন বিবেক বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে কেন? এস্থলে কেন বলা হয় না যে, খোদার কানুন বিবেক-বহির্ভূত নহে? তবে আমাদের বিবেক উহা বুঝিতে অক্ষম। বিশেষ বিশেষ লোকগণই ইহা বুঝিতে সক্ষম। যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, কোন একটি আইনের রহস্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরও বোধগম্য নহে, তবুও কানুন পরিবর্তন করার অধিকার কাহারও নাই। কেননা, আইনের উপর বিবেকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে; বরং বিবেক আইনের অধীন ও অনুগামী।

মোটকথা, উপরোক্ত ব্যক্তি বিলাত হইতে আমার নিকট পত্র লিখিলেন যে, স্বয়ং কোরবানী শরীয়তের উদ্দেশ্য নহে; বরং আসল উদ্দেশ্য হইল দরিদ্রদের সাহায্য করা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের নিকট নগদ টাকা-পয়সা কম ছিল—গৃহপালিত পশু ছিল বেশী। তাই পশু যবেহ করিয়া গরীবদিগকে গোশ্‌ত দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়। আজকাল নগদ টাকা-পয়সা পর্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে। এতএব, কোরবানীর পরিবর্তে এখন নগদ টাকা-পয়সা দ্বারা দরিদ্রদের সাহায্য করা উচিত।

(এই ব্যক্তি দরিদ্রদের সাহায্যকে কোরবানীর হেকমত মনে করিয়া দেখিল যে, এই হেকমত অন্য উপায়েও সহজে লাভ হইতে পারে। কাজেই সে কোরবানী ত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়া বসিল। অথচ এই হেকমতটি উদ্দেশ্যই নহে; বরং আদেশ পালনই হইল উদ্দেশ্য। এই হেকমতটি উদ্দেশ্য হইলে জীবিত জন্তু গরীবদিগকে দান করিয়া দেওয়ার বেলায় ওয়াজেব আদায় না হওয়ার কোন কারণ থাকিত না। প্রাথমিক যুগে নগদ টাকা-পয়সা ও খাদ্যশস্য কম ছিল এবং পশু বেশী ছিল, ফলে পশু দ্বারাই দরিদ্রদের সাহায্য করার প্রথা চালু করা হইয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে জন্তু যবেহ করিয়া দরিদ্রদিগকে গোশ্‌ত দিলেই ওয়াজেব আদায় হইবে, জীবিত দিলে নহে—ইহার অর্থ কি? আরও জিজ্ঞাসা করি, প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ কি কখনই নগদ টাকা পয়সার অধিকারী হন নাই? আসলে ইহা ভ্রান্তি বৈ কিছুট নহে। ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখুন, ছাহাবিগণ যখন রোম ও পারস্য সম্রাটের ধন-ভাণ্ডার অধিকার করেন, তখন তাহাদের নিকট এত বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিল যে, আজকাল উহার এক দশমাংশও নাই। এমতাবস্থায় উপরোক্ত ব্যক্তি বিলাতে বসিয়া যে রহস্যটি আবিষ্কার করিলেন, তাহা ছাহাবীদের চিন্তায় আসিল না কেন? তাঁহারা কোরবানীর পরিবর্তে নগদ টাকা-পয়সা দ্বারা দরিদ্রদের সাহায্য করার পথ বাছিয়া লইলেন না কেন?

তাছাড়া এই হেকমতটি যদি কোরবানীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, তবে তদনুযায়ী কোরবানীর গোশ্‌তের একটি অংশ দান করিয়া দেওয়া অবশ্যই ওয়াজেব হইত। অথচ

www.BANGLAKITAB.com

শরীয়তে এমন কোন নির্দেশ নাই ; বরং কেহ যদি কোরবানীর সমস্ত গোশ্‌ত একাই রাখিয়া দেয় এবং গরীবদিগকে বিন্দুমাত্রও না দেয়, তবুও কোরবানীতে কোনরূপ ত্রুটি দেখা দেয় না। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দরিদ্রদের সাহায্য করা কোরবানীর মুখ্য উদ্দেশ্য নহে ; বরং মুখ্য উদ্দেশ্য অন্যকিছু। এই প্রকার রহস্য বর্ণনার কু-ফল যে কি পর্যন্ত গড়ায়, তাহা আপনি দেখিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আবিষ্কৃত হেকমতের উপরই আহ্‌কামকে নির্ভরশীল বলিয়া মনে করিতে থাকে।)

এই ধারণার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বালকান যুদ্ধের চাঁদার বেলায় এই কু-মতলব মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। সাহসী লোকগণ ফৎওয়া দিয়া বসিলেন (খোদা তাহাদিগকে হেদায়ত করুন) যে, মুসলমানগণ এবৎসর কোরবানী বন্ধ রাখিয়া উহার মূল্য বালকান যুদ্ধের চাঁদা হিসাবে দান করিলে তাহাই উত্তম হইবে। এইভাবেও কোরবানী আদায় হইয়া যাইবে। কেননা, কোরবানীর উদ্দেশ্য হইল গরীব মুসলমানদের সাহায্য করা। এক্ষণে নগদ টাকা সাহায্য করিলে তুরস্কবাসীদের বেশী উপকার হইবে।

জনৈক সাধারণ ব্যক্তি এই ফৎওয়ার চমৎকার জওয়াব দিয়াছে। সে বলিয়াছে, হুযুর (দঃ)-এর যমানায়ও যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। তখনও গাযীদিগকে নগদ টাকা দ্বারা সাহায্য করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হুযুর (দঃ) কি কখনও এরূপ ফৎওয়া জারী করিয়াছিলেন যে, এবৎসর মুসলমানগণ কোরবানী বন্ধ রাখিয়া নগদ টাকা-পয়সা দ্বারা যুদ্ধের সাহায্য করুক ? এই ব্যক্তির এই প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারিল না।

কোরবানী সম্বন্ধে যখন কিছু সংখ্যক লোকের মাথায় কু-মতলব গজাইয়া উঠিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহা আত্মপ্রকাশও করিয়াছিল, তখন অন্যান্য আহ্‌কামের বেলায়ও এরূপ হইতে পারিবে। অন্যান্য আহ্‌কামের হেক্‌মত লইয়া আজকাল চটকদার প্রবন্ধাদি লিখা হয়। উহাদের প্রতিক্রিয়াও এই হইবে যে, মানুষ এইসব মঙ্গল ও হেকমতকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করিতে থাকিবে। ফলে যখন ঐ হেকমত অন্য কোন উপায়ে অর্জিত হইতে দেখিবে তখন বিনা দ্বিধায় শরীয়তের আহ্‌কাম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইবে।

ইহার আরও একটি নযীর মনে পড়িল। সকলেই স্বীকার করে যে, একতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কিছু আঘাত খাওয়ার পর ইহাও সকলের নিকট স্বীকৃত হইয়াছে যে, ধর্মের পাবন্দী ছাড়া একতা লাভ করা যায় না। ফলে আজকাল প্রায় সকল বক্তৃতার মধ্যেই ধর্মের পাবন্দী করার প্রতি খুব জোর দেওয়া হয়। বলা হয় যে, ধর্মের পাবন্দী ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে একতা সৃষ্টি হইতে পারে না এবং একতা ব্যতীত উন্নতি সম্ভবপর নহে। বাহ্যতঃ এই বাক্যটি খুবই আনন্দদায়ক। কিন্তু ইহাতেও পূর্বোক্ত বিষ লুক্কায়িত আছে। অর্থাৎ আসলে ধর্ম উদ্দেশ্য নহে ; বরং উদ্দেশ্য হইল পারস্পরিক একতা। তবে যেহেতু ধর্ম একতার একটি উপায়, এই কারণে

www.BANGLAKITAB.com

ধর্মেরও প্রয়োজন আছে। এই ধারণার পরিণাম এই দাঁড়াইবে যে, যতদিন ইসলামের উপর কায়েম থাকিয়া একতা লাভ করার আশা থাকিবে, ততদিন তাহারা ইসলামের উপর কায়েম থাকিবে এবং অপর লোককেও তজ্জন্য উৎসাহ দান করিবে। কিন্তু যখনই এই আশাতরু উৎপাটিত হইয়া যাইবে, তখনই তাহারা ইসলামকে ত্যাগ করিয়া বসিবে।

উদাহরণতঃ মনে করুন, এক সময় মুসলমানদের মধ্যে এত ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যে, তাহারা ইসলামের উপর কায়েম থাকিয়া একতা বজায় রাখিতে সক্ষম নহে। তখন যদি তাহাদের সম্মুখে এইরূপ প্রমাণ উপস্থিত হয় যে, অমুক ধর্ম অবলম্বন করিলে একতা লাভ হইবে, তখন তাহারা বিনা দ্বিধায় ইসলাম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করিবে। কেননা, তাহাদের ধারণায় একতার খাতিরেই ইসলামের প্রয়োজন ছিল, আসল উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব, বুঝা গেল যে, জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের উপরই আহ্‌কামের ভিত্তি স্থাপন করার পথটি অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। ইহার নামও কখনও মুখে আনিবেন না। যাক, যে দলটি জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলকে উপরোক্তরূপ প্রাধান্য দান করে, তাহাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইল।

॥ আনুগত্য ও সাফল্য ॥

ধর্মের দ্বারা শুধু পারলৌকিক সাফল্য লাভ হয়, ইহলৌকিক সাফল্য লাভ হয় না—এইরূপ আরও একটি মতবাদ কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহাদের মতে ধর্ম দ্বারা ইহলৌকিক মঙ্গল মোটেই লাভ হয় না। প্রথমোক্ত মতবাদ যতদূর ভ্রান্ত, ইহা ততদূর ভ্রান্ত নহে। কোরআন ও হাদীস এই মতবাদের পরিপন্থী না হইলে আমরা ইহা স্বীকার করিয়া নিতাম। কিন্তু কোরআন ও হাদীস এই মতবাদেরও বিরোধিতা করে। কাজেই ইহাও অভ্রান্ত নহে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদা তা'আলার আনুগত্য করিলে দুনিয়ার মঙ্গল এবং আরাম আয়েশও লাভ হয়। খোদা তা'আলার অবাধ্যতা করিলে জাগতিক ক্ষতিও সাধিত হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

'এই বস্তীর অধিবাসীরা ঈমান আনিলে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করিলে আমি তাহাদের উপর আকাশ এবং জমিনের বরকত খুলিয়া দিতাম কিন্তু তাহারা মিথ্যারোপ করিয়াছে। কাজেই তাহাদের কৃতকর্মের দরুন আমি তাহাদের পাকড়াও করিলাম।'

www.BANGLAKITAB.com

অন্যত্র আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী ও নাছারা) দের সম্বন্ধে বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ

لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ٥

'ইহুদী ও নাছারা জাতি তৌরীত, ইঞ্জিল এবং যে কিতাব (কোরআন) আপনার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার উপর পূর্ণরূপে আমল করিলে (এবং হুযুর [দঃ]কে অনুসরণ করার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার অনুসরণ করিলে) তাহারা উপর হইতে (অর্থাৎ আকাশ হইতে) জীবিকা লাভ করিত এবং পায়ের নীচ হইতেও (অর্থাৎ, জমিন হইতে)। অন্যত্র এরশাদ করেন ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ٥

"তোমরা যেসব বিপদাপদে পতিত হও, তাহা তোমাদের কর্মের ফলেই। হক তা'আলা অনেককিছু মাফ করিয়া দেন।"

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আনুগত্য করিলে ইহলোকেও সাফল্য লাভ হয় এবং অবাধ্যতা করিলে ইহলৌকিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়। অতএব, আমরা উপরোক্ত মতবাদও স্বীকার করিতে পারি না।

এখন শ্রোতাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, যাহারা শরীয়তের আহ্‌কামে দুনিয়ার মঙ্গলের কথা বলে, তাহাদের মতবাদও ভ্রান্ত বলা হইল এবং যাহারা বলে না, তাহাদের মতবাদও ভ্রান্ত বলা হইল। কিন্তু উভয়টি কিরূপে ভ্রান্ত হইতে পারে ? ইহাদের মধ্যে একটি মতবাদ তো শুদ্ধ হওয়া দরকার।

হাঁ, আমি উভয় মতবাদই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে একটিও শুদ্ধ নহে ; বরং এই দুইটি ব্যতীত একটি মধ্যবর্তী মতবাদ আছে। উহা শুদ্ধ এবং আমরা উহাতেই বিশ্বাসী। তাহা এই যে, শরীয়তের আহ্‌কাম পালন করিলে দুনিয়ার সাফল্য লাভ হয় ঠিকই ; কিন্তু এই দুনিয়ার সাফল্য উদ্দেশ্য নহে ; বরং শরীয়তের আহ্‌কাম পালন করার আসল উদ্দেশ্য হইল খোদা তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক হিসাবে দুনিয়ার নেয়ামতও হাছিল হইয়া যায়।

উদাহরণতঃ হজ্জ করিতে গেলে বোম্বাই পথে পড়ে ; কিন্তু বোম্বাই হজ্জযাত্রীর উদ্দেশ্য নহে। এখন মনে রাখুন তিনটি মতবাদ হইল। এক ব্যক্তি বলে, বোম্বাই ভ্রমণ করাই হজ্জের উদ্দেশ্য। এইভাবে মুসলমানগণ দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে পারিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে হজ্জের উদ্দেশ্য হইল কাবা শরীফের যিয়ারত করা এবং বোম্বাই পথেও পড়ে না। এই দুইটি উক্তিই ভ্রান্ত।

www.BANGLAKITAB.com

এ ব্যাপারে শুদ্ধ মতবাদ তৃতীয়টি। তাহা এই যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে হইল কাবা শরীফের যিয়ারত করা এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জন কবা। পথে বোম্বাই পড়ে; কিন্তু উহা উদ্দেশ্যের অন্তভু ক্ত নহে।

তদ্রূপ দুনিয়ার সাফল্যের সহিত শরীয়তের আহ্কামের এত গভীর সম্পর্ক নাই যে, উহাই উদ্দেশ্য হইবে এবং এত সম্পর্কহীনতাও নাই যে, উহা দ্বারা দুনিয়ার সাফল্য হাছিলই হইবে না। শুদ্ধ মতবাদ এই যে, শরীয়তের আহ্কাম পালন করিলে দুনিয়ার সাফল্য লাভ হয় বটে; কিন্তু ইহা উদ্দেশ্য নহে। কেহ দুনিয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে নেক আ'মল করিলে তাহা নেক আ'মল থাকিবে না। এ সম্পর্কে রাসূলে খোদা (দঃ) বলেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَاَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -

'নিয়ত দ্বারাই আ'মল ভালমন্দ হইয়া থাকে। যে যেরূপ নিয়ত করিবে, সে তদ্রূপ পাইবে। যদি কেহ আল্লাহ্ ও রাসূলকে লাভ করার জন্য হিজরত (দেশত্যাগ) করে, তবে তাহার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্যই হইবে এবং মক্বূল হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ দুনিয়া লাভ করার জন্য কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করে, তবে তাহার হিজরত খোদা ও রাসূলের জন্য হইবে না; বরং যে জিনিসের নিয়ত করিয়াছিল, উহার জন্যই হইবে। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নেক আ'মলের মধ্যে দুনিয়াকে উদ্দেশ্য মনে করিলে নেক আ'মল বাকী থাকে না; বরং উহা আ'মলের প্রহসন মাত্র। অতএব, দুনিয়াকে শরীয়তের আ'মলের উদ্দেশ্য বানানো না-জায়েয, কিন্তু খোদার আনুগত্য করিলে পরোক্ষভাবে দুনিয়ার সাফল্যও লাভ হইয়া যায়। আমি উপরে বলিয়াছিলাম যে, আয়াতে হক তা'আলা যেসব ব্যাপক আহ্কাম বর্ণনা করিয়াছেন, জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের সহিতও উহাদের সম্পর্ক আছে—যদিও তাহা উদ্দেশ্য নহে। এতক্ষণে আমার এই বাক্যটির যথার্থতা আপনারা নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।

॥ আয়াতের অর্থ ও তফ্সীর ॥

আয়াতে কি কি আহ্কাম রহিয়াছে, এখন তাহাই বুঝুন। হক তা'আলা বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا الاية -